Biddabari
your success benchmark

Bank Job
Lecture Sheet

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

Biddabari PUBLICATIONS

Lecture Contents

লেকচার নং	টপিক	পৃষ্ঠা
লেকচার-০১	বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, বাংলা ভাষার রীতি ও বিভাজন, বাংলা লিপি, ব্যাকরণ ও বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়, ধ্বনি ও বর্ণ, ধ্বনি পরিবর্তন, ধ্বনির প্রমিত উচ্চারণ	
লেকচার-০২	ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান, সন্ধি, বানান ও বাক্য শুদ্ধি, প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ	
লেকচার-০৩	শব্দের শ্রেণিবিভাগ, সমার্থক শব্দ, বিপরীত শব্দ, পারিভাষিক শব্দ	
লেকচার-০৪	পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ (লিঙ্গ), দ্বিরুক্ত শব্দ, সংখ্যাবাচক শব্দ, উপসর্গ ও অনুসর্গ	
লেকচার-০৫	কারক ও বিভক্তি, সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ, বিরামচিহ্ন	
লেকচার-০৬	সমাস, প্রকৃতি ও প্রত্যয়	
লেকচার-০৭	পদ-প্রকরণ, কাল ও পুরুষ, বাংলা অনুজ্ঞা, বাচ্য ও উক্তি, বাক্য প্রকরণ ও বাক্য রূপান্তর, ছন্দ ও অলঙ্কার	
লেকচার-০৮	একই শব্দের বিভিন্নার্থে প্রয়োগ, এককথায় প্রকাশ, বাগধারা, প্রবাদ প্রবচন, বঙ্গানুবাদ	
লেকচার-০৯	**বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ** (চর্যাপদ) **বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ** (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলি, মঙ্গলকাব্য, রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান, রোসাঙ্গ রাজসভায় বাংলা সাহিত্য) **বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ** (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মীর মশাররফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবুল মনসুর আহমদ, জীবনানন্দ দাশ, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্‌দীন, বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. আহমদ শরীফ, মুনীর চৌধুরী, শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, আল মাহমুদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হুমায়ূন আহমেদ, সেলিম আল দীন, নির্মলেন্দু গুণ, সুকান্ত ভট্টাচার্য, জহির রায়হান, প্রমথ চৌধুরী ।	
লেকচার-১০	• বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য মহাকাব্য ও কাব্যগ্রন্থ • বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস • বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নাটক • বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গল্প • বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ, রম্যরচনা ও ভ্রমণ কাহিনি • ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ ও চলচ্চিত্র • সাহিত্যকর্মের প্রধান চরিত্র, প্রকৃতি ও রচয়িতা • বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের উপাধি ও ছদ্মনাম • বিখ্যাত উদ্ধৃতি ও গান • উল্লেখযোগ্য পত্রিকা, সাময়িকী ও সম্পাদক	

BANK JOB বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

লেকচার ০১

Lecture Contents

❍ বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ❍ বাংলা ভাষার রীতি ও বিভাজন ❍ বাংলা লিপি ❍ব্যাকরণ ও বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় ❍ ধ্বনি ও বর্ণ ❍ ধ্বনি পরিবর্তন ❍ ধ্বনির প্রমিত উচ্চারণ

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ

ভাষা: মনের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম ভাষা। ভাষা হচ্ছে- ভাব প্রকাশের মাধ্যম। মানুষের মুখে উচ্চারিত অর্থবোধক ও মনোভাব প্রকাশক ধ্বনি সমষ্টিকে ভাষা বলে। সৃষ্টির ইতিহাসে : আগে ভাষা- পরে ব্যাকরণ। ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্যগুলো হলো– অর্থদ্যোতকতা, মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি এবং জনসমাজে ব্যবহার যোগ্যতা। বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে বস্তু ও ভাবের জন্য বিভিন্ন ধ্বনির সাহায্যে শব্দের সৃষ্টি করেছে। সেসব শব্দ মূলত নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের বস্তু ও ভাবের প্রতীক (Symbol) মাত্র।

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

পৃথিবীর ভাষাগুলোকে ইন্দো-ইউরোপীয়, চীনা-তিব্বতীয়, আফ্রিকীয়, সেমীয়-হেমীয়, দ্রাবিড়ীয়, অস্ট্রো-এশীয় প্রভৃতি ভাষা পরিবারে ভাগ করা হয়ে থাকে। ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, স্প্যানিশ, রুশ, পর্তুগিজ, ফারসি, হিন্দি, উর্দু, নেপালি, সিংহলি প্রভৃতি ভাষার মতো বাংলা ভাষাও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সদস্য। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার শাখা দুটি। যথা- কেন্তম ও শতম। কেন্তম ভাষা হতে কতগুলো ভাষার সৃষ্টি হয়। যেমন– গ্রীক, ইতালিক-কেলটিক, টিউটোনিক, হিত্তিক ও তুখারিক। হিত্তিক ভাষা ১৫০০ পূঃ খ্রিষ্টাব্দে এশিয়া মাইনরে বর্তমান ছিল। তুখারিক ভাষা চীনীয় তুর্কিস্থানে ৮০০ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের আঞ্চলিক ভাষাগুলোর আদিম উৎস অনার্য ভাষা। আর্যদের (ইন্দো-ইরানিয়ান ভাষার একটি দল) আগমনের পর অনার্য ভাষা ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। আর্যদের ভাষার নাম প্রাচীন 'বৈদিক ভাষা'। অনেকে বলেন, সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের দুহিতা বলে মেনে নেন নি।

আর্যভাষা তিনটি স্তরে বিভাজিত। যথা–

ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা : বৈদিক ও সংস্কৃত;
খ) মধ্যভারতীয় আর্যভাষা : পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ
গ) নব্যভারতীয় আর্যভাষা : বাংলা, উড়িয়া, হিন্দি, মারাঠি ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার মূল উৎস প্রাকৃত ভাষা। 'প্রাকৃত' শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো 'স্বাভাবিক' এবং ভাষাগত অর্থ- জনগণের ভাষা। প্রাকৃত ভাষা থেকে দুটি ভাষা সৃষ্টি হয়েছে- একটি 'পালি', অন্যটি 'অপভ্রংশ'। 'অপভ্রংশ' কথাটির অর্থ বিকৃত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অপভ্রংশের কাছে প্রত্যক্ষভাবে ঋণী। অপভ্রংশ ভাষা থেকে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উৎপত্তি লাভ করে আমাদের 'বাংলা ভাষা'।

বাংলা ভাষা উদ্ভবের ইতিহাস সম্পর্কে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতামত,

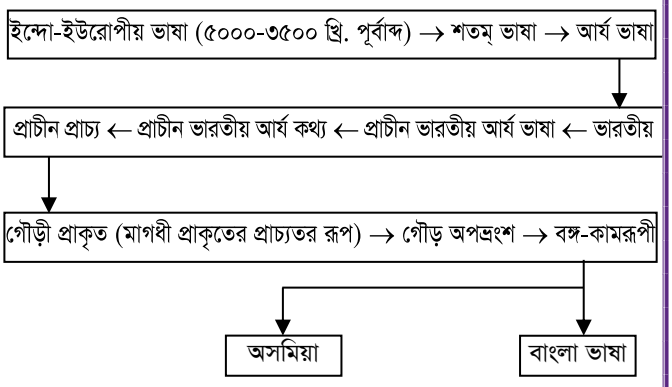

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা (৫০০০-৩৫০০ খ্রি. পূর্বাব্দ) → শতম্ ভাষা → আর্য ভাষা
↓
প্রাচীন প্রাচ্য ← প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্য ← প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা ← ভারতীয়
↓
গৌড়ী প্রাকৃত (মাগধী প্রাকৃতের প্রাচ্যতর রূপ) → গৌড় অপভ্রংশ → বঙ্গ-কামরূপী
↓
অসমিয়া | বাংলা ভাষা

আনুমানিক এক হাজার বছর আগের পূর্ব ভারতীয় প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে বাংলা ভাষার উদ্ভব ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে (সপ্তম শতকে)। আর ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দকে (দশম শতকে) বাংলা ভাষার উদ্ভবকাল বলে মনে করেন। বাংলা ভাষার নিকটতম আত্মীয় অহমিয়া (অসমিয়া) ও (ওড়িয়া)। ধ্রুপদী ভাষা সংস্কৃত এবং পালির সঙ্গে বাংলা ভাষার ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের জীবনযাত্রার প্রায় সবক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের বিষয়টি সরকারিভাবে বাধ্যতামূলক। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা প্রদেশের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা বাংলা।

বাংলা ভাষার উপত্তি হয়েছে–

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে: গৌড়ীয় প্রাকৃত হতে
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে: মাগধী প্রাকৃত হতে

বাংলা ভাষার আদিস্তরের স্থিতিকাল–

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে: দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী;
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে: সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী।

ঋগ্বেদ: 'ঋগ্বেদ' ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় রচিত প্রাচীনতম গ্রন্থগুলোর অন্যতম। এটি প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃত সংকলন।

এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. **মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম–** ভাষা ।
২. **ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য–** অর্থদ্যোতকতা ।
৩. **বাংলা ভাষা কোন মূল ভাষার অন্তর্গত–** ইন্দো-ইউরোপীয় ।
৪. **ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কয়টি শাখা–** ৩টি ।
৫. **বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে কোন ভাষা থেকে-** প্রাকৃত ।
৬. **ভারতীয় উপমহাদেশের ভাষাগুলোর আদিম উৎস–** অনার্য ভাষা ।
৭. **আর্যদের ভাষার প্রাচীন নাম– 'বৈদিক ভাষা' ।**
৮. **আর্যভাষা কয়টি স্তরে বিভক্ত– ৩টি ।**
৯. **প্রাকৃত শব্দের শাব্দিক অর্থ–** স্বাভাবিক ।
১০. **প্রাকৃত শব্দের ভাষাগত অর্থ–** জনগণের ভাষা ।
১১. **প্রাকৃত ভাষা থেকে দুটি ভাষার সৃষ্টি–** পালি, অপভ্রংশ ।
১২. **বাংলা ভাষার উৎপত্তি–** অপভ্রংশ ভাষা থেকে ।
১৩. **ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, বাংলা ভাষার উৎপত্তি–** গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে (৬৫০ খ্রি.), ৭ম শতকে ।
১৪. **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা ভাষার উৎপত্তি– মাগধী প্রাকৃত থেকে** (৯৫০ খ্রি.), ১০ম শতকে ।
১৫. **বাংলা ভাষার নিকটতম আত্মীয়–** অহমিয়া (অসমিয়া) ও ওড়িয়া ।
১৬. **বাংলাদেশ ছাড়াও আর কোথায় বাংলা ভাষাকে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হয়–** ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা প্রদেশে ।
১৭. **ইন্দো– ইউরোপীয় ভাষায় রচিত প্রাচীনতম গ্রন্থ–** ঋগ্বেদ ।

Teacher's Work

১. **প্রত্যেক ভাষার কয়টি মৌলিক অংশ আছে?** [Janata Bank Ltd. AEO-2019]
a) দুটি b) তিনটি c) চারটি d) পাঁচটি **উ:** c

২. **ব্যাকরণের প্রধান কাজ হচ্ছে-** [Rupali Bank Ltd. SO-2019]
a) ভাষার নিয়ম প্রতিষ্ঠা b) ভাষার শৃঙ্খলা c) ভাষার উন্নতি d) ভাষার বিশ্লেষণ **উ:** d

৩. **ভাষার মৌলিক অংশ নয় কোনটি?** [Pubali Bank Ltd. TAJO Cash-2019]
a) ধ্বনি b) শব্দ c) ছন্দ d) বাক্য **উ:** c

বাংলা ভাষার রীতি ও বিভাজন

বাংলা ভাষার রীতি ও বিভাজন

বাংলা ভাষার লৈখিক রূপ এবং মৌখিক (কথ্য) এই দু'টি রূপ দেখা যায় ।

বাংলা ভাষার প্রকারভেদ বা রীতিভেদ নিচের চিত্রের মাধ্যমে দেখানো যায়–

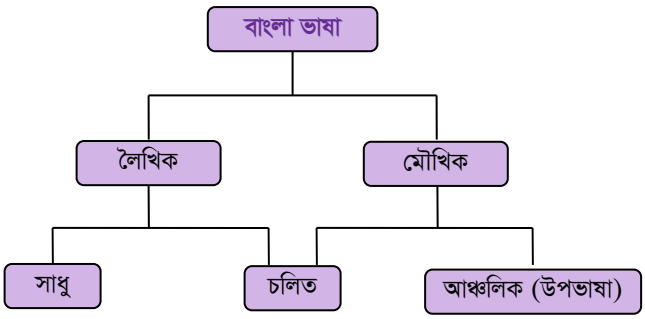

সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য

সাধু রীতি	চলিত রীতি
গুরুগম্ভীর, মন্থর, পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ।	সরল, সাবলীল ও পরিবর্তনশীল ।
গুরুগম্ভীর ও আভিজাত্যের পরিচায়ক ।	সংক্ষিপ্ত, সহজবোধ্য ও কৃত্রিমতা বর্জিত ।
তৎসম শব্দবহুল ।	তদ্ভব শব্দবহুল ।
শুধু লৈখিক রূপ আছে ।	লৈখিক ও মৌখিক উভয় রূপ আছে ।
নাটকের সংলাপ, বক্তৃতা এবং আলাপ-আলোচনার অনুপযোগী ।	নাটকের সংলাপ, বক্তৃতা এবং আলাপ-আলোচনার উপযোগী ।
ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গ (অব্যয়) এর পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয় । যেমন– করিল, তাহারা, হইতে ।	ক্রিয়া সর্বনাম ও অনুসর্গ (অব্যয়) এর সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয় । যেমন- করল, তারা, হতে ।
সাধু রীতিতে বহু সর্বনামে 'হ' বর্ণ যুক্ত থাকে । যেমন– ইহাদের, যাহা প্রভৃতি ।	চলিত রীতিতে সর্বনামে 'হ' বর্ণ যুক্ত থাকে না । যেমন– এদের, যা প্রভৃতি ।

এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. **বাংলা ভাষার প্রধান রূপ কয়টি–** ২টি, (লৈখিক ও মৌখিক) ।
২. **বাংলা লৈখিক ভাষার রূপ ২টি–** সাধু ও চলিত ।
৩. **বাংলা মৌখিক ভাষার রূপ কয়টি–** ২ টি, (চলিত ও আঞ্চলিক) ।
৪. **লৈখিক ও মৌখিক ভাষার মিলিত রূপ হচ্ছে-** চলিত ।
৫. **বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে কোন রীতির প্রচলন ছিল-**সাধু রীতি ।
৬. **বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতির প্রবর্তক কে–** প্রমথ চৌধুরী ।

৭. **সাধু ভাষা–** তৎসম শব্দবহুল।
৮. **সাধু ভাষায়–** ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গ (অব্যয়) এর পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়।
৯. **সাধু ভাষা–** নাটকের সংলাপ, বক্তৃতা এবং আলাপ–আলোচনার অনুপযোগী।
১০. **সাধু ভাষার–** শুধু লৈখিক রূপ আছে।
১১. **চলিত ভাষার–** লৈখিক ও মৌখিক রূপ আছে।
১২. **চলিত ভাষা–** তদ্ভব শব্দবহুল।
১৩. **চলিত ভাষায়–** ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গ (অব্যয়) এর সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়।
১৪. **চলিত ভাষা–** নাটকের সংলাপ, বক্তৃতা এবং আলাপ– আলোচনার উপযোগী।

Teacher's Work

১. **বাংলা ভাষা নিচের কোন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত?** [Probashi Kallayan Bank (Officer)- 2021]
a) ইন্দো-ইরানীয় b) ইন্দো-ইউরোপীয় c) বালতো-শ্লাভীয় d) আফ্রো-এশীয় **উ:** b

২. **নিচের যে শব্দটি আঞ্চলিকতা প্রভাবিত নয়–** [Probashi Kallyan Bank Officer (General)- 2021]
a) কাটারি b) খপর c) মেয়া d) এর্কি **উ:** a

৩. **নিচের কোনটি সাধুরীতির বৈশিষ্ট্য নয়?** [Sonali Bank (Assistant Database Administrator)- 2020]
a) তৎসম শব্দবহুল b) তদ্ভব শব্দবহুল c) সংলাপের অনুপযোগী d) শব্দবিন্যাস সুনির্দিষ্ট **উ:** b

বাংলা লিপি

'বাংলা লিপি' বাংলা ভাষার নিজস্ব লিপি। ব্রাহ্মী লিপি ভারতের মৌলিক লিপি। সকল ভারতীয় লিপিই এই ব্রাহ্মী লিপি থেকে জন্মলাভ করেছে। ব্রাহ্মী লিপির কুটিল রূপ হতে বাংলা লিপি ও বর্ণমালার উদ্ভব হয়। শুধু বাংলা নয় সিংহলী, ব্রাহ্মী, শ্যামী, যবদ্বীপী ও তিব্বতি লিপির উৎসও ব্রাহ্মী লিপি। অষ্টম শতাব্দীতে ব্রাহ্মী লিপি থেকে পশ্চিমা লিপি, মধ্যভারতীয় লিপি ও পূর্বী লিপি- এই তিনটি শাখার সৃষ্টি হয়। পূর্বী লিপি থেকেই বাংলা লিপির জন্ম হয়েছে। সেন যুগে বাংলা লিপির গঠনকার্য শুরু হলেও পাঠান যুগে তার মোটামুটি স্থায়ী আকার লাভ করে। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস স্থাপিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ে হাতে লেখা হয়েছে বলে বাংলা লিপি নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছে। ছাপাখানার প্রভাবে বাংলা লিপি স্থায়ী রূপ লাভ করে এবং পরবর্তীকালে বাংলা লিপির আর তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ব্রাহ্মী লিপিমালা বাম দিক থেকে হতো কিন্তু খরোষ্ঠী লিপিমালা ডানদিক থেকে লেখা হতো।

এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. **বাংলার নিজস্ব লিপি–** বাংলা লিপি।
২. **ভারতের মৌলিক লিপি–** ব্রাহ্মী লিপি।
৩. **বাংলা লিপির উৎপত্তি–** ব্রাহ্মী লিপির কুটিল রূপ থেকে।
৪. **বাংলা লিপির উৎস কী–** ব্রাহ্মী লিপি।
৫. **কোন যুগে বাংলা লিপি ও অক্ষরের গঠনকার্য শুরু হয়-** সেন যুগ।
৬. **কোন শাসনামলে বাংলা লিপির স্থায়ী রূপ তৈরি করে অক্ষর গঠনের কাজ শুরু হয়–** সেন আমলে।
৭. **বাংলা লিপি স্থায়ী রূপ লাভ করে–** ১৮০০ খ্রি. শ্রীরামপুর মিশনে অবস্থিত প্রেস থেকে/পাঠান যুগে।
৮. **ব্রাহ্মী লিপি লেখা হয়–** বামদিক থেকে।
৯. **খরোষ্ঠী লিপি লেখা হয়–** ডানদিক থেকে।

Teacher's Work

১. **কোনটি লিপির বিবর্তনের ধাপ নয়?** [Combined 4 Bank Officer General-2019]
a) চৈনিক লিপি b) জাপানি লিপি c) দেব লিপি d) চীনা লিপি **উ:** c

২. **ভারতীয় মৌলিক লিপি কোনটি?**
a) ব্রাহ্মী b) কুটিল c) খরোষ্ঠী d) নাগরী **উ:** a

৩. **ভারতীয় কোন লিপিমালা ডানদিক থেকে লেখা হয়?**
a) হিন্দি b) মারাঠি c) গুজরাট d) খরোষ্ঠী **উ:** d

বাংলা ব্যাকরণ

ব্যাকরণ: গ্রিক শব্দ 'Grammar' (ব্যাকরণ) এর অর্থ হলো- শব্দশাস্ত্র। 'ব্যাকরণ' (বি + আ + √কৃ + অন) শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ- বিশেষভাবে বিশ্লেষণ। ব্যাকরণে ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। ব্যাকরণকে ভাষার সংবিধান বলা হয়।

Vocabolario Em Idioma Bengalla, E Portuguez, Dividido Em Duas Partes: প্রথম বাংলা ব্যাকরণ। গ্রন্থটি দুটি অংশে বিভক্ত: প্রথম অংশ বাংলা ব্যাকরণের একটি সংক্ষিপ্তসার এবং দ্বিতীয় অংশ বাংলা-পর্তুগিজ ও পর্তুগিজ-বাংলা শব্দাভিধান। পর্তুগিজ ধর্মযাজক ম্যানোএল-দা-আসসুম্পসাঁও রচিত গ্রন্থটি পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। আসসুম্পসাঁও গাজীপুর জেলার নাগরী এলাকার সাধু নিকোলাস ধর্মপল্লিতে গ্রন্থটি রচনা করেন।

A Grammar of the Bengal Language: নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। এটি বাংলা ভাষার প্রথম আদর্শ ব্যাকরণ। ব্যাকরণ গ্রন্থটির অংশবিশেষ বাংলায় চার্লস উইলকিনসের হুগলির মুদ্রণযন্ত্র থেকে মুদ্রিত হয়।

A Grammar of the Bengali language (১৮০১ খ্রি.): উইলিয়াম কেরী ইংরেজি ভাষায় এই বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩ খ্রি.): বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ। রাজা রামমোহন রায় এটি রচনা করেন। এটি বাঙালি রচিত প্রথম ব্যাকরণ।

ব্যাকরণ গ্রন্থ	রচয়িতা
ব্যাকরণ কৌমুদী (১৮৫৩ খ্রি.)	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ব্যাকরণ মঞ্জরী	ড. মুহম্মদ এনামুল হক
ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ	ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাঙ্গালা ব্যাকরণ	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
প্রমিত ভাষার বাংলা ব্যাকরণ	অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এবং অধ্যাপক পবিত্র সরকার

এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. **ব্যাকরণ শব্দটি-গ্রীক শব্দ- (Grammar) থেকে।**
২. **ব্যাকরণ শব্দের বিশ্লেষণ-** (বি+ আ+ √কৃ+ অন)।
৩. **ব্যাকরণ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ-** বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।
৪. **বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন (পর্তুগিজ ভাষায়)-** ম্যানোএল-দা-আসসুম্পসাঁও, (Vocabolario Em Idioma Bengalla, E Portuguez, Dividido Em Duas Partes)
৫. **কোন প্রখ্যাত পণ্ডিত ইংরেজিতে বাংলা ভাষার প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন-** ব্রাসি হ্যালহেড, (A Grammar of the Bengal Language).
৬. **ইংরেজি ভাষায় দ্বিতীয় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন কে-** রাজা রামমোহন রায়, (Bengali Grammar in English Language, ১৮২৬ খ্রি.)।
৭. **বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন কে-** রাজা রামমোহন রায়, (১৮৩৩ খ্রি.), গৌড়ীয় ব্যাকরণ।
৮. **বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়-**১৭৪৩ খ্রি.পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে।
৯. **ব্যাকরণকে বলা হয়-** ভাষার সংবিধান।
১০. **বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ-**রোমান হরফে লেখা।

Teacher's Work

১. **রাজা রামমোহন রায় রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম কী?** [Probashi Kallyan Bank Ltd. EO General-2019]
a) মাগধীয় ব্যাকরণ b) মাতৃভাষা ব্যাকরণ c) ভাষা ও ব্যাকরণ d) গৌড়ীয় ব্যাকরণ **উ:** d

২. **উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণবিদ কে ছিলেন?**
a) সুকুমার সেন b) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ c) পাণিনি d) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় **উ:** c

৩. **পাণিনি কে ছিলেন?**
a) ভাষাবিদ b) ঋগ্বেদবিদ c) বৈয়াকরণিক d) ঔপন্যাসিক **উ:** c

বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়

প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ থাকে। যথা– ধ্বনি (Sound), শব্দ (Word), বাক্য (Sentence), এবং অর্থ (Meaning)।

শাখা	আলোচ্য বিষয়
ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)	ধ্বনি উচ্চারণপ্রণালী ও উচ্চারণের স্থান, সন্ধি বা ধ্বনিসংযোগ, ণ-ত্ব বিধি ও ষ-ত্ব বিধি, ধ্বনির পরিবর্তন ও লোপ, ধ্বনির প্রতীক বা বর্ণের বিন্যাস, বাগযন্ত্র, ধ্বনিদল।
শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব (Morphology)	শব্দ, স্বরূপ, শব্দদ্বৈত, প্রকৃতি-প্রত্যয়, পুরুষ, উপসর্গ, অনুসর্গ, সমাস, বচন, লিঙ্গ, পদ [বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, অব্যয়, ক্রিয়া, (ক্রিয়ামূল, ক্রিয়ারকাল), ক্রিয়া বিশেষণ, যোজক]।
বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Syntax)	বাক্য বা বাক্যবিন্যাস (গঠনপ্রণালী, বিভিন্ন উপাদানের সংযোজন, বিয়োজন), পদবিন্যাস (পদের স্থান বা ক্রম, পদের রূপ পরিবর্তন), বিরামচিহ্ন, বাচ্য, উক্তি, কারক-বিভক্তি।
অর্থতত্ত্ব (Semantics)	শব্দের অর্থবিচার, বাক্যের অর্থবিচার, অর্থের বিভিন্ন প্রকারভেদ (যেমন- মূখ্যার্থ, গৌণার্থ, বিপরীতার্থ ইত্যাদি), বিপরীত শব্দ, সমার্থক শব্দ, শব্দজোড়, বাগধারা।

ব্যাকরণের উচ্চতর পর্যায়ে আলোচিত হয়- অভিধান (Lexicography), ছন্দ ও অলংকার প্রভৃতিও ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়।

ব্যাকরণের প্রকারভেদ

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যাকরণকে ৪ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা– (১) বর্ণনাত্মক ব্যাকরণ (২) ঐতিহাসিক ব্যাকরণ (৩) তুলনামূলক ব্যাকরণ এবং (৪) দার্শনিক বিচারমূলক ব্যাকরণ।

এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. **বাংলা ভাষার মৌলিক অংশ–** ৪টি (ধ্বনি, বর্ণ, বাক্য ও অর্থ)।
২. **বাংলা ব্যাকরণের মূল আলোচ্য বিষয় কয়টি–** ৪টি (ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম ও অর্থতত্ত্ব)।
৩. **প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ হলো–** ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থ।
৪. **ড. সুনীতিকুমার বাংলা ব্যাকরণকে –**৪ ভাগে ভাগ করেছেন।

Teacher's Work

১. **'সন্ধি' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?** [Combined 9 Banks Officer (General)- 2022]
a) ধ্বনিতত্ত্ব b) অর্থতত্ত্ব
c) বাক্যতত্ত্ব d) রূপতত্ত্ব **উ:** a

২. **'বচন ও লিঙ্গ' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?** [Joint Recritment for 2 Banks Senior Officer (IT)- 2020]
a) অর্থতত্ত্ব b) ধ্বনিতত্ত্ব
c) বাক্যতত্ত্ব d) রূপতত্ত্ব **উ:** d

৩. **ণত্ব ও ষত্ব বিধান ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?** [Sonali Bank Officer FF-2019]
a) ধ্বনিতত্ত্ব b) শব্দতত্ত্ব
c) বাক্যতত্ত্ব d) অর্থতত্ত্ব **উ:** a

৪. **কোনটি বাংলা ব্যাকরণের শাখা নয়?** [Probashi Kallyan Bank Ltd. EO General-2019]
a) রূপতত্ত্ব b) ধ্বনিতত্ত্ব
c) ভাষাতত্ত্ব d) বাক্যতত্ত্ব **উ:** c

ধ্বনি ও বর্ণ

ধ্বনি : ভাষার মূল উপাদান হচ্ছে ধ্বনি। ধ্বনি ভাষার ক্ষুদ্রতম একক। বাংলা ভাষায় ৩৭টি মৌলিক ধ্বনি রয়েছে। এই ধ্বনিগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা–

ক) মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি। যথা– [অ], [আ], [ই], [উ], [এ], [ও], [অ্যা]। ধ্বনিতত্ত্ববিদ মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা মূল স্বরধ্বনির তালিকায় নতুন 'অ্যা' ধ্বনি প্রতিষ্ঠা করেন।

খ) মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০টি।

বর্ণ : ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ (Letter)। ধ্বনির লিখিত প্রতীককে বর্ণ বলে। একটি ধ্বনিতে একটি প্রতীক বা বর্ণ থাকে। 'ধ্বনি দিয়ে আঁট বাধা শব্দই ভাষার ইট।' –এখানে 'ইট' হচ্ছে বর্ণ।

বাগযন্ত্র: ধ্বনি উচ্চারণ করতে যেসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাজে লাগে, সেগুলোকে একত্রে বাগ্‌যন্ত্র বলে। যেমন– নাক, ঠোঁট, মুখবিবর, কোমল তালু, শক্ত তালু, দাঁত, মাড়ি, চোয়াল, জিহ্বা, আলজিভ, কণ্ঠনালী, শ্বাসনালী, গলবিল, স্বরযন্ত্র, ফুসফুস, মধ্যচ্ছদা ইত্যাদি।

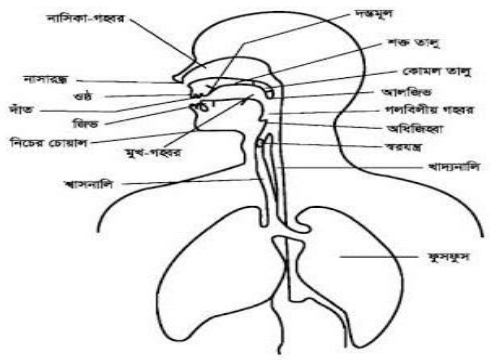

বাগ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ

- ফুসফুস থেকে তৈরি বাতাস মুখবিবর ও নাসারন্ধ দিয়ে বের হয়।
- স্বরযন্ত্র মানবদেহে শব্দ উৎপন্ন করে।
- অধিজিহ্বা, স্বররন্ধ্র, ধ্বনিদ্বার স্বরযন্ত্রের অংশ।
- বাগ্‌যন্ত্রের মধ্যে জিভ সবচেয়ে সচল ও সক্রিয় প্রত্যঙ্গ।

স্বরধ্বনি ও স্বরবর্ণ

যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে নির্গত বাতাস মুখের মধ্যে কোনোভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় না, তাদেরকে বলা হয় স্বরধ্বনি (Vowel sound)। স্বরধ্বনির লিখিত রূপকে স্বরবর্ণ বলা হয়। বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণ ১১টি। যথা– অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ।

উচ্চারণের কাল-পরিমাণ অনুযায়ী, স্বরধ্বনিকে দুই ভাবে ভাগ করা হয়। যথা–

- হ্রস্ব স্বর (৪টি) : অ, ই, উ, ঋ।
- দীর্ঘ স্বর (৭টি) : আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ।

স্বরধ্বনির বিভিন্ন অবস্থা দেখানো হলো:

জিভের উচ্চতা	জিভের অবস্থান			ঠোঁটের উন্মুক্তি
	সম্মুখ	মধ্য	পশ্চাৎ	
উচ্চ	ই		উ	সংবৃত
উচ্চ-মধ্য সংবৃত	এ		ও	অর্ধ-
নিম্ন-মধ্য বিবৃত	অ্যা		অ	অর্ধ-
নিম্ন		আ		বিবৃত

ব্যঞ্জনধ্বনি ও ব্যঞ্জনবর্ণ

যে সকল ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হতে পারে না তাদেরকে বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant sound)। ব্যঞ্জনধ্বনির লিখিত রূপকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলা হয়। বাংলা বর্ণমালায় মোট ৩৯টি ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে।

উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভাজন

স্পৃষ্ট বা বর্গীয় ব্যঞ্জন: যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে দুটি বাকপ্রতঙ্গ পরস্পরের সংস্পর্শে এসে বায়ুপথে বাধা তৈরি করে, সেগুলোকে স্পৃষ্ট বা স্পর্শ ব্যঞ্জন বলে। স্পর্শধ্বনি ২৫টি।

অনুনাসিক বা নাসিক্য ব্যঞ্জন: [ঙ] [ঞ] [ণ] [ন] [ম]- এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে নাক ও মুখ দিয়ে কিংবা কেবল নাক দিয়ে ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বের হয় বলে এদের বলা হয় নাসিক্য ধ্বনি এবং প্রতীকী বর্ণগুলোকে বলা হয় নাসিক্য বর্ণ।

ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫টি ধ্বনি পাঁচটি বর্গে বিভক্ত। পাঁচটি বর্গের প্রথম চারটি করে ধ্বনি বাংলা ভাষা স্পৃষ্ট বা স্পর্শ ধ্বনি। প্রতি গুচ্ছের প্রথম ধ্বনিটির নামানুসারে সে গুচ্ছের সবগুলো ধ্বনিকে বলা হয় ওই বর্গীয় ধ্বনি। উচ্চারণের স্থান অনুযায়ী স্পৃষ্ট ধ্বনিগুলোকে এভাবে দেখানো যায়-

বর্গ	স্পৃষ্ট বা স্পর্শ ব্যঞ্জন (২৫টি)		নাসিক্য (৫টি)
ক বর্গ	কণ্ঠ বা জিহ্বামূলীয়	ক খ গ ঘ	ঙ
চ বর্গ	তালু বা তালব্য	চ ছ জ ঝ	ঞ
ট বর্গ	মূর্ধা বা মূর্ধন্য বা প্রতিবেষ্টিত	ট ঠ ড ঢ	ণ
ত বর্গ	দন্ত্য	ত থ দ ধ	ন
প বর্গ	ওষ্ঠ	প ফ ব ভ	ম

ধ্বনি সৃষ্টিতে বায়ুর প্রবাহ অনুযায়ী বিভাজন

অল্পপ্রাণ ধ্বনি (Unaspirated): যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসে চাপের স্বল্পতা থাকে, তাকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি। যেমন- ক, গ, চ, জ ইত্যাদি।

মহাপ্রাণ ধ্বনি (Aspirated): যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের আধিক্য থাকে, তাকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি। যেমন– খ, ঘ, ছ, ঝ ইত্যাদি। বর্গের ১ম, ৩য় ও ৫ম ধ্বনি অল্পপ্রাণ এবং ২য় ও ৪র্থ ধ্বনি মহাপ্রাণ।

অঘোষ ধ্বনি		ঘোষ ধ্বনি		
অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
শ, ষ, স			হ	

বর্ণমালা

বর্ণমালা (Alphabet): যে কোনো ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে সে ভাষার বর্ণমালা বলা হয়। বাংলা বর্ণমালায় মোট পঞ্চাশ (৫০)টি বর্ণ রয়েছে। তার মধ্যে স্বরবর্ণ এগার (১১)টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ উনচল্লিশ (৩৯)টি। আধুনিক বাংলা ভাষায় মোট ৪৫টি বর্ণের পূর্ণ রূপ ব্যবহৃত হয়।

স্বরবর্ণ- অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ।

ব্যঞ্জনবর্ণ- ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স হ ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ।

মাত্রাহীন বর্ণ (মোট ১০টি)- এ ঐ ও ঔ ঙ ঞ ৎ ং ঃ ঁ।

অর্ধমাত্রার বর্ণ (মোট ৮টি)- ঋ খ গ ণ ত ধ প শ।

পূর্ণ মাত্রার বর্ণ (মোট ৩২টি)- অ আ ই ঈ উ ঊ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ২৬টি।

যুক্তবর্ণ

একাধিক বর্ণ যুক্ত হয়ে যুক্তবর্ণ তৈরি হয়। যুক্ত হওয়া বর্ণগুলোকে দেখে কখনো সহজে চেনা যায়, কখনো সহজে চেনা যায় না। এদিক থেকে যুক্তবর্ণ দুই রকম। যথা- স্বচ্ছ এবং অস্বচ্ছ।

স্বচ্ছ যুক্ত বর্ণ: জ্জ = জ্ + জ = (উজ্জীবন), ণ্ট = ণ্ + ট (কণ্টক), ণ্ + ঠ (কণ্ঠ) প্রভৃতি।

অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণ: ক্ত = ক্ + ত = (রক্ত, শক্ত), ক্ষ = ক্ + ষ (পক্ষ, রক্ষা), ক্ষ্ম = ক্ + ষ + ম (লক্ষ্মণ), জ্ঞ = জ + ঞ (জ্ঞান, বিজ্ঞান), ঞ্জ = ঞ্ + জ (অঞ্জনা, গঞ্জ) হ্ম = হ্ + ম (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রভৃতি।

এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. ভাষার ক্ষুদ্রতম একক–ধ্বনি ।
২. ভাষার মূল উপাদান–ধ্বনি ।
৩. ভাষার মূল উপকরণ–বাক্য ।
৪. বাংলা ভাষায় মৌলিক ধ্বনি–৩৭টি ।
৫. বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনি–৭টি ।
৬. বাংলা মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি– ৩০টি ।
৭. ধ্বনি নির্দেশক চিহ্ন– বর্ণ ।
৮. ধ্বনির লিখিত প্রতীক–বর্ণ ।
৯. ধ্বনি উচ্চারণ করতে যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাজে লাগে তাকে বলে– বাগযন্ত্র ।
১০. বাংলা বর্ণমালায় বর্ণসংখ্যা–৫০টি ।
১১. বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণ– ১১টি ।
১২. বাংলা ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণ– ৩৯টি ।
১৩. বাংলা ভাষায় দীর্ঘস্বর– ৭টি ।
১৪. বাংলা ভাষায় হ্রস্ব স্বর– ৪টি ।
১৫. বাংলা ভাষায় স্পর্শ ধ্বনি–২৫টি ।
১৬. বাংলা ভাষায় নাসিক্য ব্যঞ্জন বর্ণ–৫টি ।
১৭. আধুনিক বাংলা ভাষায় পূর্ণরূপ ব্যবহার হয় এরূপ বর্ণ–৪৫টি ।
১৮. আধুনিক বাংলা ভাষায় পূর্ণরূপ ব্যবহার হয়না এরূপ বর্ণ– ৫টি ।
১৯. বাংলা বর্ণমালা মাত্রাহীন বর্ণ কয়টি - ১০টি ।
২০. বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ– ৮টি ।
২১. বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রার বর্ণ কতটি– ৩২টি (স্বরবর্ণ ৬টি, ব্যঞ্জনবর্ণ ২৬টি) ।
২২. বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনি সংখ্যা– ২৫টি ।
২৩. বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ– ২টি । যথা- ঐ, ঔ ।

Teacher's Work

১. বাংলা ব্যাঞ্জনবর্ণে 'শ্, ষ্, স্, হ্, –এ চারটিকে উষ্ম বর্ণ বলে। 'উষ্ম' শব্দের অর্থ কী? [Bangladesh Bank (AD): 28-10-2022]
a) শিষ b) শ্বাস
c) স্পর্শ d) অন্তঃস্থ **উ:** b

২. নিচের কোনগুলো পরাশ্রয়ী বর্ণ? [Bangladesh Bank AD- 2021]
a) ঙ, ঞ b) ং, ঃ
c) শ, ষ d) র, ঢ় **উ:** b

৩. 'ব্রহ্মপুত্র' শব্দে 'হ্ম' যুক্তবর্ণে কোন কোন বর্ণ রয়েছে? [Bangladesh Bank AD- 2021]
a) ক্, ষ b) ম, হ
c) হ্, ম d) ম, ম **উ:** c

৪. 'ঔ' কোন ধরনের স্বরধ্বনি? [Combined 5 Banks (Officer)- 2021]
a) যৌগিক স্বরধ্বনি b) তালব্য স্বরধ্বনি
c) মিলিত স্বরধ্বনি d) কোনোটিই নয় **উ:** a

ধ্বনি পরিবর্তন

ধ্বনি পরিবর্তন

দ্রুত বা অসাবধানে কথা বলার সময় পাশাপাশি ধ্বনি একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং শব্দের আদি, অন্ত্য, মধ্য ধ্বনির পরিবর্তন, আগমন, লোপ সাধিত হয়, একেই ধ্বনি পরিবর্তন বলে ।

আদি স্বরাগম (Prothesis)

উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনো কারণে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি এলে তাকে আদি স্বরাগম বলে । যেমন– স্কুল > ইস্কুল, স্টেশন > ইস্টিশন, স্তাবল > আস্তাবল, স্পর্ধা > আস্পর্ধা ।

মধ্যস্বরাগম/বিপ্রকর্ষ/স্বরভক্তি (Anaptyxis)

মাঝে মাঝে উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোন কারণে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে । একে বলে মধ্যস্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি ।

যেমন– রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম, প্রীতি > পিরীতি, গ্রাম > গেরাম, শ্লোক > শোলক, প্রেক > পেরেক ।

অন্ত্যস্বরাগম (Apothesis)

কোনো কোনো সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে, এরূপ স্বরাগমকে বলা হয় অন্ত্যস্বরাগম ।

যেমন– দিশ্ > দিশা, পোখত > পোক্ত, বেঞ্চ > বেঞ্চি, সত্য > সত্যি ।

অপিনিহিতি (Apenthesis):

পরের ই কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্তব্যঞ্জন ধ্বনির আগে ই কার বা উ কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে ।

যেমন– আজি > আইজ, বাজি > বাইজ, দেখিয়া > দেইখ্যা, সাধু > সাউধ, আশু > আউশ, বাক্য > বাইক্য, সত্য > সইত্য, চারি > চাইর, মারি > মাইর, কালি > কাইল ।

অভিশ্রুতি (Umlaut, জার্মান ভাষা থেকে এসেছে)

অপিনিহিতি শব্দের স্বরধ্বনিগুলো পরিবর্তন হয়ে যদি শব্দটি নতুন রূপ ধারণ করে, তবে তাকে অভিশ্রুতি বলে ।

যেমন– শুনিয়া > শুইন্যা > শুনে, বলিয়া > বইল্যা > বলে, হাটুয়া > হাউটা > হেটো, মাছুয়া > মাউছা > মেছো, আজি > আইজ > আজ, আসিয়া > আইস্যা > এসে ।

অসমীকরণ (Dissimilation)

একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হয়, তখন তাকে অসমীকরণ বলে ।

যেমন– টপ্‌টপ্ > টপাটপ, ধপ্‌ধপ্ > ধপাধপ, ফট্‌ফট্ > ফটাফট, চট্‌চট্ > চটাচট ।

স্বরসঙ্গতি (Vowel harmony)

একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন– দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি।

স্বরসঙ্গতি চার প্রকার– ১. প্রগত ২. পরাগত ৩. মধ্যগত ৪. অন্যান্য।

[অপ্রধান ১ প্রকার– চলিত বাংলা স্বরসঙ্গতি। যেমন– ইচ্ছা > ইচ্ছে]

প্রগত স্বরসঙ্গতি (Progressive)

আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তন হলে তাকে প্রগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন– মুলা > মুলো, তুলা > তুলো, ধুলা > ধুলো।

পরাগত স্বরসঙ্গতি (Regresssive)

অন্ত্যস্বরের কারণে আদ্যস্বর পরিবর্তন হলে তাকে পরাগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন– দেশি > দিশি, আখো > আখুয়া > এখো।

মধ্যগত স্বরসঙ্গতি (Mutual)

আদ্যস্বর ও অন্ত্যস্বর কিংবা অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তন হলে তাকে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি বলে।

যেমন– বিলাতি > বিলিতি।

অন্যান্য স্বরসঙ্গতি (Reciprocal)

আদ্য ও অন্ত্য দু স্বরই পরস্পর প্রভাবিত হলে তাকে অন্যান্য স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন– মোজা > মুজো।

সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ (Hapology)

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপ পাওয়াকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ।

যেমন– জানালা > জালনা।

সম্প্রকর্ষ ৩ প্রকার– ১. আদি, ২. মধ্য, ৩. অন্ত্য।

আদি স্বরলোপ (Aphesis)

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদিস্বরধ্বনি লোপ পাওয়াকে আদিস্বরলোপ বলে। যেমন– অলাবু > লাবু > লাউ, অতসী > তিসি, উড়ুম্বর > ডুমুর।

মধ্যস্বরলোপ (Syncope)

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের মধ্যস্বর লোপ পাওয়াকে মধ্যস্বরলোপ বলে। যেমন– অগুরু > অগ্রু, সুবর্ণ > স্বর্ণ।

অন্ত্যস্বরলোপ (Apocope)

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের অন্ত্যস্বর লোপ পাওয়াকে অন্ত্যস্বরলোপ বলে। যেমন– আশা > আশ, আজি > আজ, চারি > চার, সন্ধা > সঞ্ঝা > সাঁঝ।

ধ্বনি বিপর্যয় (Metathesis)

শব্দের মধ্যে দুটো ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। যেমন– বাক্স > বাস্ক, রিক্সা > রিস্কা, পিশাচ > পিচাশ, লাফ > ফাল, তলোয়ার > তরোয়াল, বারানসি > বেনারসি, মুকুট > মুটক।

সমীভবন (Assimilation)

শব্দমধ্যস্থ দুটো ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্পবিস্তার সমতা লাভ করে। এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীভবন।

যেমন– ধর্ম > ধম্ম, গল্প > গপ্প, জন্ম > জম্ম।

সমীভবন ৩ প্রকার– ১. প্রগত ২. পরাগত ৩. অন্যান্য।

প্রগত সমীভবন (Progressive)

পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির মত হয়, একে প্রগত সমীভবন বলে।

যেমন– চক্র > চক্ক, পক্ব > পক্ক, পদ্ম > পদ্দ, লগ্ন > লগ্গ, গলদা > গল্লা।

পরাগত সমীভবন (Regressive)

যখন পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ব ধ্বনির পরিবর্তন হয়, তখন একে বলে পরাগত সমীভবন।

যেমন– তৎ + জন্য > তজ্জন্য, তৎ + হিত > তদ্ধিত, উৎ + মুখ > উন্মুখ।

অন্যান্য সমীভবন (Mutual)

যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনিই পরিবর্তন হয় তখন তাকে অন্যোন্য সমীভবন বলে।

যেমন– সংস্কৃত সত্য > প্রাকৃত সচ্চ, সংস্কৃত বিদ্যা > প্রাকৃত বিজ্জা ইত্যাদি।

বিষমীভবন (Dissivilation)

দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে।

যেমন– শরীর > শরীল, লাল > নাল।

দ্বিত্ব ব্যঞ্জন (Long consonant)

কখনো কখনো জোর দেওয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। একে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন দ্বিত্বতা বলে।

যেমন– পাকা > পাক্কা, সকাল > সক্কাল।

ব্যঞ্জন বিকৃতি

শব্দের মধ্যে কোনো কোনো সময় কোন ব্যঞ্জন পরিবর্তন হয়ে নতুন ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হয়। একে বলে ব্যঞ্জন বিকৃতি।

যেমন– কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা, ধাইমা > দাইমা।

ব্যঞ্জনচ্যুতি

পাশাপাশি সম উচ্চারণের দুটো ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়। এরূপ লোপকে বলা হয় ধ্বনিচ্যুতি বা ব্যঞ্জনচ্যুতি।

যেমন– বউদিদি > বউদি, বড়দাদা > বড়দা।

অন্তর্হতি

পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হতি। যেমন– ফাল্গুন > ফাগুন, ফলাহার > ফলার, আলাহিদা > আলাদা।

র-কার লোপ

আধুনিক চলিত বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে র-কার লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। একে র-কার লোপ বলে।

যেমন– তর্ক > তক্ক, করতে > কত্তে, মারল > মাল্ল, করলাম > কল্লাম।

এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. **ভাষার পরিবর্তন কিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত–** ধ্বনির পরিবর্তনের সাথে।

২. **ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ নয়–** প্রাতিপদিক।

৩. **'Prothesis' এর বাংলা প্রতিশব্দ কী–** আদি স্বরাগম।

Teacher's Work

১. **অন্যোন্য সমীভবনের একটি দৃষ্টান্ত হলো–** [Probashi Kallyan Bank Officer (General)- 2021]
a) বড্ড b) উচ্ছ্বাস
c) বিলিতি d) ফাগুন **উ:** b

২. **নিচের কোনটি বিষমীভবনের উদাহরণ?** [Probashi Kallayan Bank (Officer)- 2021]
a) লাফ > ফাল b) প্রীতি > পিরীতি
c) দেশি > দিশি d) লাল > নাল **উ:** d

৩. **'মধ্য স্বরাগম' এর অপর নাম কী?** [Janata & Rupali Bank Ltd. Officer General-2019]
a) অসমীকরণ b) বিপ্রকর্ষ
c) বিষমীভবন d) সমীভবন **উ:** b

৪. **স্বর সঙ্গতির উদাহরণ কোনটি?** [Combined 4 Bank Officer General-2019]
a) দেশী > দিশী b) রাতি > রাইত
c) হইবে > হবে d) কোনটিই নয় **উ:** a

ধ্বনির প্রমিত উচ্চারণ

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
অত্যন্ত	ওত্তোন্তো	প্রথম	প্রোথোম্
অধ্যক্ষ	ওদ্ধোক্খো	প্রজ্ঞা	প্রোগ্গাঁ
অত্যাচার	ওত্তাচার	পদ্ম	পদ্দোঁ
অধ্যাপক	ওদ্ধাপোক্	পদ্য	পোদ্দো
অদ্য	ওদ্দো	বিহ্বল	বিউভল্
অভিজ্ঞ	ওভিগ্গোঁ	নদী	নোদি
অঙ্গুলি	ওঙ্গুলি	পুনঃপুনঃ	পুনোপ্পুনো
অভিধান	ওভিধান্	দুঃসাহস	দুশ্শাহোশ্
অসীম	অশিম্	দক্ষ	দোক্খো
অনিঃশেষ	অনিশ্শেশ্	দ্বিপ্রহর	দিপ্প্রোহোর্
আহ্বান	আওভান্	দীনবন্ধু	দিনোবোনধু
আবৃত্তি	আবৃত্তি	নাগরিক	নাগোরিক
আত্মহত্যা	আত্তোঁহোত্তা	ব্যাখ্যা	ব্যাক্খা
এক	অ্যাক্	বিজ্ঞপ্তি	বিগ্গোঁপ্তি
একাডেমি	অ্যাকাডেমি	যুগ্ম	জুগ্মো
ঐকমত্য	ওইকোমত্তো	রূপসী	রুপোশি
ঐশ্বর্য	ওইশ্শোর্জো	জয়ধ্বনি	জয়োদ্ধোনি

ঔষধ	ওউশধ্	সহস্র	শহোস্ত্রো
আত্মীয়	আত্তিয়োঁ	সংরক্ষণ	শংরোক্খন্
উদাহরণ	উদাহরোন্	স্মর্তব্য	শঁরতোব্বো
ঋগ্বেদ	রিগ্বেদ্	মন	মোন্
এখন	অ্যাখোন্	যজ্ঞ	জোগ্গোঁ
একা	অ্যাকা	জ্ঞাত	গ্যাঁতো
কক্ষ	কোক্খো	তটিনী	তোটিনি
খাদ্য	খাদ্দো	সমন্বয়	শমোন্নয়
গ্রীষ্মকাল	গ্রিশ্শোঁকাল্	সাহায্য	শাহাজ্জো
সরণ	শরোন্	সংগীত	শোংগিত
রক্ষক	রোক্খোক্	সদস্য	শদোশ্শো
চলন্ত	চলোন্তো	স্বাগত	শাগতো
ছাত্র	ছাত্ত্রো	সংগ্রহ	সংগ্রোহো
গণিত	গোনিতো, গোনিত্	লক্ষণ	লোক্খোন
চরিত্র	চোরিত্ত্রো	শুষ্ক	শুশ্কো
চিহ্ন	চিন্হো	শুল্ক	শুল্কো
চক্রবাক	চক্ক্রোবাক্	ষান্মাসিক	শান্মাশিক্
চর্যাপদ	চোর্জাপদ	সন্ধ্যা	শোন্ধা

এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. **'মণিমঞ্জুষা' শব্দটির প্রমিত উচ্চারণ হলো–** মোনিমোন্জুশা।
২. **'বিহ্বলতা'র প্রমিত উচ্চারণ হলো-** বিভ্লতা।
৩. **'সন্তরণ' শব্দের প্রমতি উচ্চারণ হলো–** শন্তরন্।

Teacher's Work

১. **'গ্রাহ্য' শব্দের সঠিক উচ্চারণগত বানান হলো–** [Janata Bank Senior Officer (Engineering Textile)- 2020]
a) গ্রাজ্ঝো b) গাম্মো
c) গামমো d) গ্রামোমো **উ:** a

২. **বাংলা একাক্ষর শব্দে ও-কারের উচ্চারণ কেমন হয়?** [Joint Recruitment for 3 Banks Assistant Engineer (IT)- 2020]
a) হ্রস্ব b) দীর্ঘ
c) সংবৃত d) বিবৃত **উ:** b

৩. **'আহবান' এর প্রকৃত উচ্চারণ কোনটি?** [Janata Bank Ltd. AEO-19]
a) আওভান b) আহ্বান
c) আহবান d) আবহান **উ:** a

৪. **'স্বজন' শব্দের ঠিক উচ্চারণ-** [Bangladesh House Building Finance Corporation Senior Officer -2017]
a) সজন b) সজোন
c) শজন্ d) শজোন্ **উ:** d

Unique Question for Student Practice

১. ব্যাকরণের প্রধান কাজ হচ্ছে-
ক. ভাষার নিয়ম প্রতিষ্ঠা খ. ভাষার শৃঙ্খলা
গ. ভাষার বিশ্লেষণ ঘ. ভাষার উন্নতি **উ: গ**

২. "যে শাস্ত্র জানিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ।" এ সংজ্ঞাটি কার?
ক. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ. ড. এনামুল হক ঘ. ড. সুকুমার সেন **উ: খ**

৩. ভাষার সংবিধান কোনটি?
ক. বর্ণমালা খ. ধ্বনি
গ. ব্যাকরণ ঘ. সমাস **উ: গ**

৪. বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন-
ক. ম্যানোএল দ্য আসসুম্পসাঁও
খ. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. ড. সুকুমার সেন
ঘ. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ **উ: ক**

৫. Vocabolario Em Idioma Bengalla, Portuguez Dividido Em Duas Partes বইটি মুদ্রিত হয় কোন হরফে?
ক. রোমান খ. ল্যাটিন
গ. পর্তুগিজ ঘ. তাম্র **উ: ক**

৬. বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে রচিত হয়?
ক. চট্টগ্রাম খ. গাজীপুর
গ. নোয়াখালী ঘ. সিলেট **উ: খ**

৭. 'ব্যাকরণ মঞ্জরী' কার লেখা?
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
খ. ড. মুহম্মদ এনামুল হক
গ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ঘ. মুহম্মদ আবদুল হাই **উ: খ**

৮. কোনটি ভাষার মৌলিক অংশ নয়?
ক. ধ্বনি খ. শব্দ
গ. পদক্রম ঘ. সন্ধি **উ: ঘ**

৯. 'Phonology' শব্দের অর্থ কী?
ক. বাক্যতত্ত্ব খ. ধ্বনিতত্ত্ব
গ. রূপতত্ত্ব ঘ. অর্থতত্ত্ব **উ: খ**

১০. 'সন্ধি' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
ক. রূপতত্ত্ব খ. ধ্বনিতত্ত্ব
গ. পদক্রম ঘ. বাক্য প্রকরণ **উ: খ**

১১. 'Morphology' -বঙ্গানুবাদ হল–
ক. রূপতত্ত্ব খ. ধ্বনিতত্ত্ব
গ. অর্থতত্ত্ব ঘ. বাক্যতত্ত্ব **উ: ক**

১২. 'শব্দ' আলোচিত হয় ব্যাকরণের কোন অংশে?
ক. ধ্বনিতত্ত্বে খ. বাক্যতত্ত্ব
গ. রূপতত্ত্বে ঘ. অর্থতত্ত্বে **উ: গ**

১৩. রূপতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত কোনটি?
ক. প্রতিশব্দ খ. বাগধারা
গ. ক্রিয়াবিশেষণ ঘ. উক্তি **উ: গ**

১৪. 'উপসর্গ' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
ক. ধ্বনিতত্ত্ব খ. রূপতত্ত্ব
গ. বাক্যতত্ত্ব ঘ. বাগর্থতত্ত্ব **উ: খ**

১৫. বচন, লিঙ্গ, পুরুষ ইত্যাদি আলোচিত হয়-
ক. ব্যঞ্জনবর্ণে খ. ধ্বনিতত্ত্বে
গ. স্বরবর্ণে ঘ. রূপতত্ত্বে **উ: ঘ**

১৬. বাংলা ব্যাকরণে রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় কোনটি?
ক. ধ্বনি খ. বিরামচিহ্ন
গ. প্রত্যয় ঘ. পদক্রম **উ: গ**

১৭. 'Lexicography' এর বাংলা পারিভাষিক শব্দ কী?
ক. ভাষাতত্ত্ব খ. অভিধানতত্ত্ব
গ. ধ্বনিতত্ত্ব ঘ. বাক্যতত্ত্ব **উ: খ**

১৮. 'Phonology' এর বাংলা প্রতিশব্দ কী?
ক. ভাষাতত্ত্ব খ. দর্শনতত্ত্ব
গ. ভাষার ধ্বনিবিজ্ঞান ঘ. রূপতত্ত্ব **উ: গ**

১৯. 'Phoneme' শব্দের অর্থ-
ক. শব্দমূল খ. নাম প্রকৃতি
গ. রূপ ঘ. ধ্বনিমূল **উ: ঘ**

২০. ধ্বনিবিদ মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা মূল স্বর ধ্বনির তালিকায় যে নতুন মূল ধ্বনিটি প্রতিষ্ঠা করেছেন সেটি–
ক. অ্যা ধ্বনি খ. ও ধ্বনি
গ. য় ধ্বনি ঘ. উ ধ্বনি **উ: ক**

২১. কোনগুলো মৌলিক স্বরধ্বনি?
ক. ও, ঔ খ. এ, ঐ
গ. ই, অ্যা ঘ. আ, ঋ **উ: গ**

২২. বর্ণ হচ্ছে-
ক. শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ খ. একসঙ্গে উচ্চারিত ধ্বনিগুচ্ছ
গ. ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক ঘ. ধ্বনির শ্রুতিগ্রাহ্য রূপ **উ: গ**

২৩. ধ্বনির লিখিত রূপকে কী বলা হয়?
ক. ধ্বনি খ. পদ
গ. ফলা ঘ. বর্ণ **উ: ঘ**

২৪. 'ধ্বনি দিয়ে আঁট বাধা শব্দই ভাষার ইট।' এই ইটকে বাংলা ভাষায় কী বলে?
ক. বর্ণ খ. কথা
গ. বাক্য ঘ. ব্যাকরণ **উ: ক**

২৫. ধ্বনি উচ্চারণে মানব শরীরের যেসব প্রত্যঙ্গ জড়িত সেগুলোকে একত্রে কী বলে?
ক. গলনালি খ. বাগযন্ত্র
গ. স্বরযন্ত্র ঘ. শ্বাসনালী **উ: খ**

২৬. কোনটি বাগযন্ত্রের অংশ?
ক. নাক খ. চোখ
গ. গলা ঘ. কান **উ: ক**

২৭. বাগযন্ত্রের অংশ কোনটি?
ক. স্বরযন্ত্র খ. ফুসফুস
গ. দাঁত ঘ. উপরের সবকটি **উ: ঘ**

২৮. সংস্কৃত প্রয়োগ অনুসারে বাংলা বর্ণমালায় 'ঋ' কোন বর্ণের মধ্যে রক্ষিত?
ক. উষ্ম বর্ণ খ. স্বরবর্ণ
গ. ব্যঞ্জন বর্ণ ঘ. ঘোষ বর্ণ **উ: খ**

২৯. নিচের কোনটি হ্রস্বস্বর বর্ণ নয়?
ক. অ খ. আ
গ. ই ঘ. উ **উ: খ**

৩০. একই সঙ্গে উচ্চারিত দুইটি মিলিত স্বরধ্বনিকে কি বলে?
ক. মৌলিক স্বরধ্বনি খ. সমধ্বনি
গ. মূলধ্বনি ঘ. যৌগিক স্বরধ্বনি **উ: ঘ**

৩১. পূর্ণস্বরধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনি একত্রে মিলে হয়?
ক. স্বরধ্বনি খ. মৌলিক স্বরধ্বনি
গ. অল্প স্বরধ্বনি ঘ. দ্বিস্বরধ্বনি **উ: ঘ**

৩২. বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরবর্ণ কয়টি?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৫টি ঘ. ৬টি **উ: ক**

৩৩. বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক দুটো বর্ণ কী কী?
ক. ই এবং উ খ. অ এবং এ
গ. ঐ এবং ঔ ঘ. আ এবং ও **উ: গ**

৩৪. কোন দু'টি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে 'ঐ' ধ্বনির সৃষ্টি হয়?
ক. অ এবং ই খ. এ এবং ই
গ. ও এবং ই ঘ. উ এবং ই **উ: গ**

৩৫. নিচের কোনটি দ্বিস্বর ধ্বনি?
ক. বিবি খ. বিরি
গ. রদ ঘ. ইয়ে **উ: ঘ**

৩৬. নিচের কোনটি দ্বিস্বর ধ্বনি?
ক. আয় খ. আম
গ. ঝুপ ঘ. লিলি **উ: ক**

৩৭. কোন শব্দের দ্বিস্বরধ্বনি রয়েছে?
ক. লাউ খ. দিন
গ. বলি ঘ. ইতি **উ: ক**

৩৮. নিচের কোনটি অর্ধ-স্বরধ্বনি?
ক. ঈ খ. ঐ
গ. ও ঘ. ঔ **উ: গ**

৩৯. 'মই' কথাটির ই-কে কী বলে?
ক. হ্রস্বস্বর খ. অর্ধস্বর
গ. দ্বিস্বর ঘ. ভগ্নস্বর **উ: খ**

৪০. 'ভয়', 'মোয়া'- শব্দদ্বয়ে ধ্বনিরীতির ব্যবহার হলো-
ক. হ্রস্বস্বর খ. দীর্ঘস্বর
গ. যৌগিক স্বর ঘ. মৌলিক স্বর **উ: গ**

৪১. কোন ধ্বনির উপরে চন্দ্রবিন্দু বসলে উচ্চারণ অনুনাসিক হয়?
ক. স্বরধ্বনি খ. ব্যঞ্জনধ্বনি
গ. কণ্ঠধ্বনি ঘ. দন্ত্য-ন **উ: ক**

৪২. 'চন্দ্রবিন্দু' আসলে পরিবর্তিত রূপ-
ক. ঘর্ষণ বর্ণের খ. বর্গীয় বর্ণের
গ. অনুনাসিক ধ্বনির ঘ. সর্বনামের **উ: গ**

৪৩. 'অ'-এর উচ্চারণ স্থান হলো-
ক. দন্ত্য খ. তালব্য
গ. কণ্ঠ্য ঘ. নাসিক্য **উ: গ**

৪৪. তালব্য বর্ণ কোন গুলো?
ক. এ, ঐ খ. ই, ঈ
গ. উ, ঊ ঘ. ও, ঔ **উ: খ**

৪৫. বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণ কয়টি?
ক. ৩৫টি খ. ৩৭টি
গ. ৩৯টি ঘ. ৪১টি **উ: গ**

৪৬. বাংলা বর্ণমালায় কয়টি 'ব' আছে?
ক. ১ খ. ২
গ. ৩ ঘ. ৪ **উ: ক**

৪৭. ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫টি ধ্বনিকে বলা হয়-
ক. স্পর্শ ধ্বনি খ. উষ্ম ধ্বনি
গ. জিহ্বামূলীয় ধ্বনি ঘ. পরাশ্রয়ী ধ্বনি **উ: ক**

৪৮. উচ্চারণ স্থানের নামানুসারে ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলো কত ভাগে বিভক্ত?
ক. ৫ ভাগে খ. ৬ ভাগে
গ. ৭ ভাগে ঘ. ৮ ভাগে **উ: ক**

৪৯. 'ক' বর্গের ধ্বনিসমূহের উচ্চারণ স্থান কোনটি?
ক. জিহ্বামূল খ. অগ্রতালু
গ. পশ্চাৎদন্তমূল ঘ. অগ্রদন্তমূল **উ: ক**

৫০. কোনটি কণ্ঠধ্বনি নয়?
ক. ক খ. খ
গ. গ ঘ. প **উ: ঘ**

৫১. কণ্ঠধ্বনি উচ্চারণের সময়ে-
ক. স্বরযন্ত্র থেকে কম্পিত বাতাস তালুতে চাপ খায়
খ. স্বরযন্ত্র থেকে কম্পিত বাতাস কোমল তালুতে চাপ খায়
গ. স্বরযন্ত্র থেকে বাতাস নাসারন্ধ্রে চাপ খায়
ঘ. স্বরযন্ত্র থেকে কম্পিত বাতাস দন্তমূলে চাপ খায় **উ: খ**

৫২. উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী 'চ' বর্গের বর্ণসমূহ কোন ধরনের বর্ণ?
ক. তালব্য বর্ণ খ. দন্ত্য বর্ণ
গ. ওষ্ঠ্য বর্ণ ঘ. কণ্ঠ্য বর্ণ **উ: ক**

৫৩. 'ট' বর্গের বর্ণ হিসেবে নাম কী?
ক. মূর্ধন্য বর্ণ খ. দন্ত্য বর্ণ
গ. তালব্য বর্ণ ঘ. জিহ্বামূলীয় বর্ণ **উ: ক**

৫৪. উচ্চারণ স্থানের নামানুসারে প-বর্গের বর্ণগুলো কী নামে পরিচিত?
ক. কণ্ঠবর্ণ খ. তালব্যবর্ণ
গ. দন্ত্যবর্ণ ঘ. ওষ্ঠ্যবর্ণ **উ: ঘ**

৫৫. বাঙালি শিশু কোন বর্গের ধ্বনিগুলো আগে শেখে?
ক. চ বর্গ খ. ট বর্গ
গ. ত বর্গ ঘ. প বর্গ **উ: ঘ**

৫৬. বাংলা বর্ণমালায়, ঢ, ড়, ঢ়- এ তিনটির উচ্চারণস্থান কোনটি?
ক. ওষ্ঠ খ. পশ্চাৎ দন্তমূল
গ. অগ্রতালু ঘ. অগ্রদন্তমূল **উ: খ**

৫৭. চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক. ঙ খ. ঞ
গ. ন ঘ. ণ **উ: খ**

৫৮. কোনটি স্বরাগমের উদাহরণ?
ক. পিরীতি খ. বিলিতি
গ. বসতি ঘ. উড়নি **উ: ক**

৫৯. 'স্কুল' শব্দটিকে 'ইস্কুল' উচ্চারণে ধ্বনির এই পরিবর্তনকে বলা হয়-
ক. আদি স্বরাগম খ. বিপ্রকর্ষ
গ. পরাগত ঘ. অপিনিহিত **উ: ক**

৬০. কোনটি আদি স্বরাগম?
ক. স্নেহ > সিনেহ খ. রত্ন > রতন
গ. স্ত্রী > ইস্ত্রী ঘ. গ্রাম > গেরাম **উ: গ**

৬১. স্বরাগমের উদাহরণ কোনটি?
ক. স্পর্ধা - আস্পর্ধা খ. মাছুয়া - মেছো
গ. নিবানো - নিভানো ঘ. ধোবা - ধোপা **উ: ক**

৬২. সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে ভেঙ্গে তার মধ্যে স্বরবর্ণ আনয়নকে কি বলে?
ক. স্বরাগম খ. স্বরভক্তি
গ. স্বরসঙ্গতি ঘ. অপিনীহিতি **উ: খ**

৬৩. স্বরভক্তির অপর নাম কী?
ক. অভিশ্রুতি খ. অন্ত্যস্বরাগম
গ. অপিনিহিতি ঘ. বিপ্রকর্ষ **উ: ঘ**

৬৪. 'প্রথম > পরথম' কী ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?
ক. অসমীকরণ খ. অপিনিহিতি
গ. বিপ্রকর্ষ ঘ. স্বরাগম **উ: গ**

৬৫. যে রীতিতে 'স্নান' শব্দটি সিনান (স্নান > সিনান) শব্দে পরিণত হয়, তার নাম-
ক. অভিশ্রুতি খ. স্বরাগম
গ. বিপ্রকর্ষ ঘ. অভিকর্ষ **উ: গ**

৬৬. গ্রাম > গেরাম- এখানে কোনটি ঘটেছে?
ক. ব্যঞ্জন বিকৃতি খ. পরাগম
গ. স্বরাগম ঘ. অসমীকরণ **উ: গ**

৬৭. কোনটির স্বরভক্তির উদাহরণ?
ক. বিলিতি খ. বউদি
গ. পোক্ত ঘ. পেরেক **উ: ঘ**

৬৮. রত্ন > রতন হওয়ার ধ্বনিসূত্র-
ক. স্বরভক্তি খ. স্বরসঙ্গতি
গ. অপিনিহিতি ঘ. অভিশ্রুতি **উ: ক**

৬৯. নিচের কোনটিতে মধ্য স্বরাগমের প্রয়োগ হয়েছে?
ক. ফিল্ম > ফিলিম খ. সত্য > সত্যি
গ. গ্লাস > গেলাস ঘ. শিকা > শিকে **উ: ক**

৭০. কোনটি অন্ত্যস্বরাগম?
ক. বাক্য > বাইক্য খ. সত্য > সত্যি
গ. করিয়া > কইর‍্যা ঘ. ধূলা > ধূলো **উ: খ**

৭১. Apenthesis এর অর্থ-
ক. স্বরসঙ্গতি খ. স্বরাগম
গ. অভিশ্রুতি ঘ. অপিনিহিতি **উ: ঘ**

৭২. পরের 'ই' কার ও 'উ' কার আগেই উচ্চারিত হওয়ার রীতিকে কি বলে?
ক. স্বরাগম খ. বিপ্রকর্ষ
গ. অপিনিহিতি ঘ. অভিশ্রুতি **উ: গ**

৭৩. কোনটি অপিনিহিতির উদাহরণ?
ক. ইস্কুল খ. আইজ
গ. গেলাস ঘ. ধপাধপ **উ: খ**

৭৪. নিচের কোনটি অপিনিহিতির উদাহারণ?
ক. উড়ুনী খ. রাইত
গ. জালুয়া ঘ. ছাওয়া **উ: খ**

৭৫. মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনির মতো উচ্চারিত হলে, তাকে বলে-
ক. অভিকর্ষ খ. অভিশ্রুতি
গ. ক্ষীণায়ন ঘ. বিপ্রকর্ষ **উ: গ**

৭৬. কোনটি ভাষার বৈশিষ্ট্য নয়?
ক. অর্থদ্যোতকতা
খ. ইশারা বা অঙ্গভঙ্গি
গ. মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি
ঘ. জনসমাজে ব্যবহার যোগ্যতা **উ: খ**

৭৭. কেন্তুমের কোন দুটি শাখা এশিয়ার অন্তর্গত?
ক. হিত্তিক ও তুখারিক খ. তামিল ও দ্রাবিড়
গ. আর্য ও অনার্য ঘ. মাগধী ও গৌড়ী **উ: ক**

৭৮. 'বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে মাগধী প্রাকৃত থেকে।" এ মতের প্রবক্তা কে?
ক. স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন
খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ. ড. সুকুমার সেন
ঘ. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় **উ: ক**

৭৯. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি কোন প্রাকৃত স্তর থেকে?
ক. মাগধী প্রাকৃত খ. গৌড়ীয় প্রাকৃত
গ. মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত ঘ. অর্ধ মাগধী প্রাকৃত **উ: খ**

৮০. বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়-
ক. সপ্তম খ্রিষ্টাব্দে খ. খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে
গ. সপ্তম খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ঘ. খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে **উ: ক**

৮১. বাংলা ভাষার আদিস্তরের স্থিতিকাল কোনটি?
ক. দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী
খ. একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী
গ. দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী
ঘ. ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী **উ: ক**

৮২. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার উদ্ভবকাল কবে?
ক. ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে খ. ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে
গ. ৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে ঘ. ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে **উ: খ**

৮৩. 'প্রমিত বাংলা ভাষা' বলতে বোঝায়?
ক. আঞ্চলিক রীতির বাংলা ভাষা
খ. কথ্য রীতির বাংলা ভাষা
গ. চলিত রীতির বাংলা ভাষা
ঘ. সাধু রীতির বাংলা ভাষা **উ: গ**

৮৪. কথ্যরীতি সমন্বয়ে শিষ্টজনের ব্যবহৃত ভাষাকে কি বলে?
ক. সাধু ভাষা খ. আদর্শ চলিত ভাষা
গ. আঞ্চলিক ভাষা ঘ. দেশি ভাষা **উ: খ**

৮৫. কোনটি চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য?
ক. গাম্ভীর্য
খ. প্রমিত উচ্চারণ
গ. তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার
ঘ. ব্যাকরণ অনুসরণ করে চলে **উ: খ**

৮৬. সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক. গুরুচণ্ডাল খ. গুরুগম্ভীর
গ. অবোধ্য ঘ. দুর্বোধ্য **উ: খ**

৮৭. কোন ভাষারীতির পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুনির্দিষ্ট?
ক. চলিত ভাষা খ. কথ্য ভাষা
গ. লেখ্য ভাষা ঘ. সাধু ভাষা **উ: ঘ**

৮৮. সাধু ভাষা সাধারণত কোথায় অনুপযোগী?
ক. কবিতার পঙ্‌ক্তিতে খ. গানের কলিতে
গ. গল্পের বর্ণনায় ঘ. নাটকের সংলাপে **উ: ঘ**

৮৯. ভাষার কোন রীতি তদ্ভব শব্দ বহুল?
ক. সাধু রীতি খ. চলিত রীতি
গ. কথ্য রীতি ঘ. বানান রীতি **উ: খ**

৯০. বাংলা ভাষার রীতির বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক. আভিজাত্য খ. পদবিন্যাস সুনির্দিষ্ট
গ. কাঠামো অপরিবর্তিত ঘ. কৃত্রিমতা বর্জিত **উ: ঘ**

৯১. ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়-
ক. চলিত ভাষারীতিতে খ. সাধু ভাষারীতিতে
গ. সমাজ উপভাষায় ঘ. আঞ্চলিক উপভাষায় **উ: খ**

৯২. সাধু রীতিতে কোন পদটির দীর্ঘরূপ হয় না?
ক. বিশেষ্য খ. সর্বনাম
গ. অব্যয় ঘ. ক্রিয়া **উ: গ**

৯৩. সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়-
ক. অব্যয় খ. সম্বোধন পদ
গ. সর্বনাম ঘ. ক্রিয়া **উ: ক**

৯৪. আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম কী?
ক. কথ্য ভাষা খ. উপভাষা
গ. সাধু ভাষা ঘ. চলিত ভাষা **উ:** খ

৯৫. 'Dialect' এর পরিভাষা-
ক. দোভাষা খ. স্থানীয় ভাষা
গ. গ্রাম্য ভাষা ঘ. উপভাষা **উ:** ঘ

৯৬. উপভাষা (Dialect) কোনটি?
ক. সাহিত্যের ভাষা
খ. অঞ্চল বিশেষের মানুষের মুখের ভাষা
গ. পাঠ্যপুস্তকের ভাষা
ঘ. লেখ্য ভাষা **উ:** খ

৯৭. বাঙালি উপভাষা অঞ্চল কোনটি?
ক. নদীয়া খ. ত্রিপুরা
গ. পুরুলিয়া ঘ. বরিশাল **উ:** ঘ

৯৮. বাংলা ভাষায় উপভাষা কয়টি?
ক. ৫টি খ. ৪টি
গ. ৩টি ঘ. ২টি **উ:** ক

৯৯. 'মেগো' আঞ্চলিক রূপের শিষ্ট পদ্যরূপ-
ক. আমাদিগের খ. মোদের
গ. আমরা ঘ. আমাদের **উ:** খ

১০০. ব্যাকরণ ভাষাকে কি নির্দেশ করে?
ক. ভাষাকে চলিতে খ. ভাষাকে শাসন করে
গ. ভাষাকে বলিতে ঘ. ভাষাকে বর্ণনা করে **উ:** ঘ

১০১. বাংলা ব্যাকরণ প্রথম যে ভাষায় লেখা হয়-
ক. ইংরেজি খ. ফরাসি
গ. সংস্কৃত ঘ. পর্তুগিজ **উ:** ঘ

১০২. বাংলা ব্যাকরণ প্রথম রচনা করেন-
ক. এন. বি. হ্যালহেড
খ. উইলিয়াম কেরী
গ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ঘ. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় **উ:** ক

১০৩. কে সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ সহযোগে বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ করেন?
ক. স্যার উইলিয়াম জোনস্
খ. স্যার উইলিয়াম কেরী
গ. রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায়
ঘ. ব্রাসি হ্যালহেড **উ:** ঘ

১০৪. রাজা রামমোহন রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম কী?
ক. মাগধীয় ব্যাকরণ খ. গৌড়ীয় ব্যাকরণ
গ. মাতৃভাষা ব্যাকরণ ঘ. ভাষা ও ব্যাকরণ **উ:** খ

১০৫. বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ কে লিখেন?
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. ডেভিড হেয়ার
গ. মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঘ. উইলিয়াম কেরী **উ:** ক

১০৬. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম কী?
ক. ব্যাকরণ কৌমুদী খ. ব্যাকরণ মঞ্জুষা
গ. মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ঘ. অষ্টাধ্যায়ী **উ:** ক

১০৭. 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' কে রচনা করেন?
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ. সুকুমার সেন **উ:** খ

১০৮. রূপতত্ত্বের অপর নাম কী?
ক. বাক্যতত্ত্ব খ. পদক্রম
গ. ধ্বনিতত্ত্ব ঘ. শব্দতত্ত্ব **উ:** ঘ

১০৯. ব্যাকরণের উচ্চতর পর্যায়ে আলোচিত হয় কোনটি?
ক. বাক্যতত্ত্ব খ. ধ্বনিতত্ত্ব
গ. রূপতত্ত্ব ঘ. অর্থতত্ত্ব **উ:** ঘ

১১০. কোনগুলো বর্গীয় বর্ণ নয়?
ক. চ, ছ, জ, ঝ, ঞ খ. ত, থ, দ, ধ, ন
গ. ট, ঠ, ড, ঢ, ণ ঘ. য, র, ল, শ, ষ **উ:** ঘ

১১১. বাতাসে কোনো রকম বাধা ছাড়া একই সঙ্গে মুখ ও নাক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে উচ্চারিত বাগধ্বনিগুলিকে কী বলে?
ক. নাসিক্য ধ্বনি খ. মৌখিক ধ্বনি
গ. অনুনাসিক ধ্বনি ঘ. স্পৃষ্ট ধ্বনি **উ:** ক, গ

১১২. বাংলায় নাসিক্য ধ্বনি ক'টি?
ক. দুটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. পাঁচটি **উ:** ঘ

১১৩. বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতিবর্গের পঞ্চম বর্ণের ধ্বনিটি-
ক. ঘোষ ধ্বনি খ. অঘোষ ধ্বনি
গ. মহাপ্রাণ ধ্বনি ঘ. নাসিক্য ধ্বনি **উ:** ঘ

১১৪. তালব্য ও নাসিক্য বর্ণ কোনটি?
ক. ঙ খ. ঞ
গ. গ ঘ. ম **উ:** খ

১১৫. বাংলা বর্ণমালার পরাশ্রয়ী বর্ণ কয়টি?
ক. ৫টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ১টি **উ:** খ

১১৬. 'শ, ষ, স, হ' এই চারটি বর্ণের নাম কী?
ক. বর্গীয় বর্ণ খ. উষ্মবর্ণ
গ. পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ ঘ. কণ্ঠ্য বর্ণ **উ:** খ

১১৭. কোনগুলো শিশ্ ধ্বনি?
ক. ঙ, ঞ, ন খ. শ, স, ষ
গ. প, ফ, ভ ঘ. য, র, ল **উ:** খ

১১৮. 'ল'-এর উচ্চারণ স্থান কোনটি?
ক. দন্ত্যমূল খ. জিহ্বামূল
গ. ওষ্ঠ্য ঘ. তালু **উ:** ক

১১৯. ড় এবং ঢ় ধ্বনি দুটি কী ধ্বনি?
ক. ঘোষ খ. তাড়নজাত
গ. অল্পপ্রাণ ঘ. শিস **উ:** খ

১২০. 'খণ্ডত' (ৎ) প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বর্ণের খণ্ড রূপ?
ক. খ খ. ত
গ. দ ঘ. ধ **উ:** খ

১২১. য, র, ল-এগুলো কোন ধরনের বর্ণ?
ক. ঘোষ বর্ণ খ. অন্তঃস্থ বর্ণ
গ. অঘোষ বর্ণ ঘ. উষ্ম বর্ণ **উ:** খ

১২২. কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি?
ক. চ ছ খ. ড ঢ
গ. ব ভ ঘ. দ ধ **উ:** ক

১২৩. মহাপ্রাণ ধ্বনির উদাহরণ কোনটি?
ক. চ খ. ছ
গ. জ ঘ. গ **উ:** খ

১২৪. নিচের কোনটি অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি?
ক. ভ খ. ঠ
গ. ফ ঘ. চ **উ:** ঘ

১২৫. বাংলা বর্ণমালায় কতটি বর্ণ আছে?
ক. ৫১ খ. ৫০
গ. ৩৯ ঘ. কোনোটিই নয় **উ:** খ

১২৬. আধুনিক বাংলা ভাষায় মোট কয়টি বর্ণ পূর্ণ ব্যবহৃত হয়?
ক. বায়ান্নটি খ. পয়তাল্লিশটি
গ. চুয়ান্নটি ঘ. আটত্রিশটি **উ: খ**

১২৭. বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রার বর্ণ কয়টি?
ক. ১০টি খ. ৮টি
গ. ১১টি ঘ. ৩২টি **উ: ঘ**

১২৮. বাংলা ব্যাকরণ অনুযায়ী 'বর্ণ' কয় প্রকার ও কী কী?
ক. স্বর বর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ
খ. প্রতীকী বর্ণ ও সাংকেতিক বর্ণ
গ. ব্যঞ্জন বর্ণ ও অসংযুক্ত বর্ণ
ঘ. পূর্ববর্তী বর্ণ ও উত্তর বর্ণ **উ: ক**

১২৯. বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি?
ক. এগারটি খ. নয়টি
গ. দশটি ঘ. আটটি **উ: গ**

১৩০. স্বরবর্ণে পূর্ণমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ কয়টি?
ক. ছয়টি খ. পাঁচটি
গ. চারটি ঘ. সাতটি **উ: ক**

১৩১. স্বরবর্ণে মাত্রাহীন বর্ণ কয়টি?
ক. ৭টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ১১টি **উ: গ**

১৩২. 'কার' কী?
ক. স্বরধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপ খ. ব্যঞ্জনধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপ
গ. স্বরধ্বনির ধ্বনিচিহ্ন ঘ. ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনিচিহ্ন **উ: ক**

১৩৩. বাংলা ভাষায় কার কয়টি?
ক. ৮টি খ. ১০টি
গ. ২০টি ঘ. ২৫টি **উ: খ**

১৩৪. কোন স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ নেই?
ক. ঈ খ. অ
গ. ঊ ঘ. ঐ **উ: খ**

১৩৫. ব্যঞ্জন বর্ণের বিকল্প রূপের নাম-
ক. কারবর্ণ খ. অনুবর্ণ
গ. ফলা ঘ. রেফ **উ: খ**

১৩৬. নিচের কোন বানানে মূর্ধন্য 'ণ'- এর ব্যবহার হয়েছে?
ক. মহ্যাহ্ন খ. বিপন্ন
গ. তৃষ্ণা ঘ. রত্ন **উ: গ**

১৩৭. 'কৃষ্ণ' শব্দটিতে কোন কোন বর্ণ আছে?
ক. ক + র + ষ + ঞ খ. ক + ঋ + ষ + ণ
গ. ক + ড় + ষ + ন ঘ. ক + ঢ় + ষ + ঞ **উ: খ**

১৩৮. বাংলা অভিধানে 'ক্ষ' এর অবস্থান কোথায়?
ক. খ-বর্ণের পরে খ. ক-বর্ণের অন্তর্গত ভুক্তি হিসেবে
গ. হ-বর্ণের পরে ঘ. ষ-বর্ণের পরে **উ: খ**

১৩৯. 'পক্ষী' শব্দের সংযুক্ত বর্ণ কোন কোন বর্ণ নিয়ে গঠিত?
ক. ক + খ খ. য + ন
গ. ষ + ঞ ঘ. ক + ষ **উ: ঘ**

১৪০. 'ক্ষ্ম' এর বিশ্লিষ্ট রূপ-
ক. ক্ষ + ম খ. খ + ম + হ
গ. ক্ + ষ্ + ম ঘ. ক্ + ষ + ম **উ: ঘ**

১৪১. 'দ্ধ' যুক্তাক্ষরে কোন ২ বর্ণ রয়েছে?
ক. দ + ব খ. দ + দ
গ. দ + ত ঘ. দ্ + ধ **উ: ঘ**

১৪২. 'বিজ্ঞান' শব্দের যুক্তবর্ণের সঠিক রূপ কোনটি?
ক. জ্ + ঞ খ. ঞ + গ
গ. ঞ + জ ঘ. গ + ঞ **উ: ক**

১৪৩. 'ঞ্জ' যুক্তবর্ণটির মধ্যে রয়েছে-
ক. ঞ্ + জ খ. জ + ঞ
গ. ন + জ ঘ. ঞ + ন **উ: ক**

১৪৪. 'মনু' শব্দটি ভাঙলে পাওয়া যায়-
ক. ম্ + নু খ. মন + উ
গ. ম্ + অ + নু ঘ. ম্ + অ + ন্ + উ **উ: ঘ**

১৪৫. নিচে বাংলা ব্যঞ্জনে ভুলভাবে যুক্ত হয়েছে-
ক. ক্ষ - ক + ষ খ. হ্ম - হ + ম
গ. ত্ম - ত + ন ঘ. জ্ঞ - জ + ঞ **উ: গ**

১৪৬. সত্য > সইত্য-ধ্বনির পরিবর্তনে এটি কিসের উদাহরণ?
ক. অপিনিহিতি খ. স্বরসঙ্গতি
গ. বিপ্রকর্ষ ঘ. অসমীকরণ **উ: ক**

১৪৭. 'টপ + টপ > টপাটপ' ধ্বনি পরিবর্তনের এটি কীসের উদাহরণ?
ক. আদি স্বরাগম খ. মধ্য স্বরাগম
গ. অসমীকরণ ঘ. বিপ্রকর্ষ **উ: গ**

১৪৮. আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে কোন ধরনের স্বরসঙ্গতি হয়?
ক. পরাগত খ. মধ্যগত
গ. প্রগত ঘ. অন্যোন্য **উ: গ**

১৪৯. বিলাতি > বিলিতি- কি ধরনের ধ্বনির পরিবর্তন?
ক. অপিনিহিতি খ. স্বরসঙ্গতি
গ. বিপ্রকর্ষ ঘ. সম্প্রকর্ষ **উ: খ**

১৫০. 'স্বরলোপ' কোনটির বিপরীত?
ক. সমীভবন খ. অপিনিহিতি
গ. স্বরাগম ঘ. স্বরসঙ্গতি **উ: গ**

১৫১. কোনটিতে মধ্যস্বরলোপ ঘটেছে?
ক. গামছা খ. মশারি
গ. লুঙ্গি ঘ. চাদর **উ: ক**

১৫২. দুটি ধ্বনির পরস্পর স্থান পরিবর্তন করাকে কী বলে?
ক. সমীভবন খ. ধ্বনি বিপর্যয়
গ. স্বরভক্তি ঘ. অভিশ্রুতি **উ: খ**

১৫৩. লাফ > ফাল কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত?
ক. বিষমীভবন খ. ধ্বনি বিপর্যয়
গ. ধ্বনিলোপ ঘ. ব্যঞ্জনাগম **উ: খ**

১৫৪. রিক্সা > রিস্কা কিসের উদাহরণ?
ক. ধ্বনি বিপর্যয়ের খ. বিষমীভবনের
গ. বিপ্রকর্ষের ঘ. ব্যঞ্জন বিকৃতির **উ: ক**

১৫৫. বাক্স > বাস্ক হওয়ার রীতিকে বলা হয়-
ক. ধ্বনি বিপর্যয়ের খ. ধ্বনিসাম্য
গ. ধ্বনিলোপ ঘ. ব্যঞ্জনাগম **উ: ক**

১৫৬. 'রান্না' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে তৈরি?
ক. বর্ণচ্যুতি খ. স্বরলোপ
গ. বর্ণদ্বিত্ব ঘ. সমীভবন **উ: ঘ**

১৫৭. এ-ধ্বনির পরে অ-ধ্বনি লোপ পাওয়া শব্দের উদাহরণ কোনটি?
ক. শ্রবণ খ. করেন
গ. চলেন ঘ. খ ও গ **উ: ঘ**

১৫৮. শরীর > শরীল কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?
ক. স্বরলোপ খ. বিষমীভবন
গ. অভিশ্রুতি ঘ. বর্ণ বিকৃতি **উ: খ**

১৫৯. কোনটি বিষমীভবন-এর উদাহরণ?
ক. অঙ্ক > আঁক খ. লাল > নাল
গ. কাচ > কাঁচ ঘ. পুথি > পুঁথি **উ: খ**

১৬০. দুটি সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বলা হয়-
ক. অপগত খ. পরাগত
গ. সমীভবন ঘ. বিষমীভবন **উ: ঘ**

১৬১. ফলাহার > ফলার হয়েছে, তাকে বলে-
ক. অন্তর্হতি খ. ব্যঞ্জনচ্যুতি
গ. ব্যঞ্জন বিকৃতি ঘ. বিষমীভবন **উ: ক**

১৬২. ভাষা কী?
ক. উচ্চারণের প্রতীক খ. মুখের ভঙ্গি
গ. ইঙ্গিতের সমষ্টি ঘ. ভাব প্রকাশের মাধ্যম **উ: ঘ**

১৬৩. মানুষের মুখে উচ্চারিত অর্থবোধক ও মনোভাব প্রকাশক ধ্বনি সমষ্টিকে বলে–
ক. বর্ণ খ. শব্দ
গ. বাক্য ঘ. ভাষা **উ: ঘ**

১৬৪. ব্যাকরণ ও ভাষার মধ্যে কোনটি আগে সৃষ্টি হয়েছে?
ক. ব্যাকরণ খ. ব্যাকরণ ও ভাষা একসাথে
গ. ভাষা ঘ. কোনোটিই নয় **উ: গ**

১৬৫. কোনটি ভাষা বংশের নাম নয়?
ক. আফ্রিকায় খ. দ্রাবিড়ীয়
গ. ইন্দো-ইউরোপীয় ঘ. হিস্পানি **উ: ঘ**

১৬৬. ভারতীয় উপমহাদেশের আঞ্চলিক ভাষাগুলোর আদিম উৎস কী?
ক. মূল আর্যভাষা খ. বৈদিক ভাষা
গ. অনার্য ভাষা ঘ. সংস্কৃত ভাষা **উ: গ**

১৬৭. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা চিহ্নিত করুন-
ক. পালি খ. প্রাকৃত
গ. বৈদিক ঘ. ভোজপুরী **উ: গ**

১৬৮. আর্যভাষার কোন স্তর থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে?
ক. মধ্যভারতীয় আর্যভাষা খ. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা
গ. নব্য ভারতীয় আর্যভাষা ঘ. সংস্কৃত ভাষা **উ: গ**

১৬৯. 'প্রাকৃত' শব্দটির অর্থ-
ক. প্রকৃত খ. যথার্থ
গ. যা করা হয়েছে ঘ. স্বাভাবিক **উ: ঘ**

১৭০. প্রাকৃত শব্দের ভাষাগত অর্থ-
ক. মুর্খদের ভাষা খ. পণ্ডিতদের ভাষা
গ. জনগণের ভাষা ঘ. লেখকদের ভাষা **উ: গ**

১৭১. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কার কাছে প্রত্যক্ষভাবে ঋণী?
ক. পালি খ. অপভ্রংশ
গ. অবহট্ট ঘ. সংস্কৃত **উ: খ**

১৭২. 'অপভ্রংশ' কথাটির অর্থ কি?
ক. উন্নত খ. বিবৃত
গ. সাধারণ ঘ. বিকৃত **উ: ঘ**

১৭৩. বাংলা ভাষার বয়স কত?
ক. ১০০০ বছর খ. ২০০০ বছর
গ. ২৫০০ বছর ঘ. ২৭০০ বছর **উ: ক**

১৭৪. ভারতীয় ভাষার নিদর্শন যে গ্রন্থে পাওয়া যায়, তার নাম–
ক. রামায়ণ খ. মহাভারত
গ. ঋগ্বেদ ঘ. চর্যাপদ **উ: গ**

১৭৫. বাংলা ভাষার প্রধান দুইটি রূপ কী কী?
ক. লেখ্য ও আঞ্চলিক খ. আঞ্চলিক ও সর্বজনীন
গ. কথ্য ও আঞ্চলিক ঘ. মৌখিক ও লৈখিক **উ: ঘ**

১৭৬. বাংলা লেখ্য ভাষার রূপ কয়টি?
ক. তিনটি খ. চারটি
গ. দুইটি ঘ. সাতটি **উ: গ**

১৭৭. লেখ্য ভাষার দুটি রূপের নাম কি?
ক. সাধু ও চলিত খ. লেখ্য ও আঞ্চলিক
গ. সাধু ও আঞ্চলিক ঘ. আঞ্চলিক ও সর্বজনীন **উ: ক**

১৭৮. ভাষার মৌলিক রীতি কোনটি?
ক. বক্তৃতার রীতি খ. লেখার রীতি
গ. কথা বলার রীতি ঘ. লেখা ও বলার রীতি **উ: ঘ**

১৭৯. ভাষার কোন রীতি কেবল লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হয়?
ক. কথ্য রীতি খ. আঞ্চলিক রীতি
গ. সাধু রীতি ঘ. চলিত রীতি **উ: গ**

১৮০. সাধু ও চলিত রীতি বাংলা ভাষার কোনরূপে বিদ্যমান?
ক. আঞ্চলিক খ. উপভাষা
গ. লেখ্য ঘ. কথ্য **উ: গ**

১৮১. মানুষের ভাষাকে 'সাধু ভাষা' হিসেবে প্রথম অভিহিত করেন কে?
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. রাজা রামমোহন রায় ঘ. প্যারীচাঁদ মিত্র **উ: গ**

১৮২. আলালী বা হুতোমী ভাষা বলা হয় কোন ভাষাকে?
ক. সাধু খ. চলিত
গ. ইংরেজি ঘ. সংস্কৃত **উ: খ**

১৮৩. বাংলা গদ্য সাহিত্যে কোন লেখকের রচনা রীতিকে 'আলালী ভাষা' আখ্যা দেওয়া হয়?
ক. প্যারীচাঁদ মিত্র খ. রাজনারায়ণ বসু
গ. কালীপ্রসন্ন সিংহ ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত **উ: ক**

১৮৪. বাংলা ভাষার সাধু ও চলিতরূপের মধ্যে তুলনামূলক গবেষণা করেন কে?
ক. উইলিয়াম কেরী খ. এডওয়ার্ড ডিমোক
গ. শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ঘ. প্রমথ চৌধুরী **উ: ঘ**

১৮৫. চলিত ভাষারীতির প্রথম মুখপাত্র কোনটি?
ক. সাধনা খ. শিখা
গ. শনিবারের চিঠি ঘ. সবুজপত্র **উ: ঘ**

১৮৬. বাংলা সাহিত্যে কথ্যরীতির প্রচলনে কোন পত্রিকার অবদান বেশি?
ক. কল্লোল খ. সবুজপত্র
গ. বঙ্গদর্শন ঘ. কালিকলম **উ: খ**

১৮৭. 'সবুজপত্র' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কী হিসেবে পরিচিত?
ক. একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ
খ. এক শ্রেণির লেখকদের আলোচিত রচনা সংকলন
গ. বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রিকা
ঘ. অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও নাটক **উ: গ**

১৮৮. 'সবুজপত্র' বাংলা সাহিত্যে কোন ভাষারীতি প্রবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে?
ক. সাধু ভাষা খ. চলিত ভাষা
গ. আঞ্চলিক ভাষা ঘ. উপভাষা **উ: খ**

১৮৯. কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে?
ক. ভারতীয় আর্য খ. সংস্কৃত
গ. ইন্দো-ইউরোপীয় ঘ. বঙ্গ-কামরূপী **উ: ঘ**

১৯০. বেদের ভাষাকে কি ভাষা বলা হয়?
ক. দেশি ভাষা খ. বৈদিক ভাষা
গ. বেদী ভাষা ঘ. ইংরেজি ভাষা **উ:** খ

১৯১. বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে কোন সময় থেকে?
ক. খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক
খ. খ্রিষ্টীয় দশম শতকের কাছাকাছি সময়
গ. খ্রিষ্টীয় নবম শতকের কাছাকাছি সময় থেকে
ঘ. খ্রিষ্টীয় ৪০০ শতকে **উ:** খ

১৯২. প্রমথ চৌধুরীর 'বীরবল' রীতির প্রচার মাধ্যম হিসাবে কোন পত্রিকা ভূমিকা রাখে?
ক. সাহিত্য খ. কল্লোল
গ. সবুজপত্র ঘ. কালিকলাম **উ:** গ

১৯৩. প্রমথ চৌধুরী কোন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রভাবিত করেছিলেন?
ক. উপন্যাসে ইতিহাস বর্জনে
খ. সাহিত্যে মুসলমান চরিত্র সৃষ্টিতে
গ. চলিত ভাষার ব্যবহারে
ঘ. গদ্য কবিতা রচনায় **উ:** গ

১৯৪. চলিত ভাষার আদর্শরূপে গৃহীত ভাষাকে বলা হয়-
ক. সাধু ভাষা খ. প্রমিত ভাষা
গ. আঞ্চলিক ভাষা ঘ. উপভাষা **উ:** খ

১৯৫. কোন অঞ্চলের মৌখিক ভাষাকে ভিত্তি করে চলিত ভাষা গড়ে উঠেছে?
ক. যশোর খ. ঢাকা
গ. কলকাতা ঘ. বিহার **উ:** গ

১৯৬. চলিত ভাষা রীতির ক্ষেত্রে কোন বৈশিষ্ট্য প্রযোজ্য?
ক. পরিবর্তনশীল খ. আভিজাত্যের অধিকারী
গ. গুরুগম্ভীর ঘ. অপরিবর্তনীয় **উ:** ক

১৯৭. বক্তৃতা ও সংলাপের জন্য কোন ভাষা বেশি ব্যবহার করা হয়?
ক. আঞ্চলিক ভাষা খ. চলিত ভাষা
গ. উপভাষা ঘ. সাধু ভাষা **উ:** খ

১৯৮. চলিত ভাষায় নিম্নের কোনটির রূপ সংক্ষিপ্ত হয়?
ক. অনুসর্গ খ. বিশেষ্য
গ. অব্যয় ঘ. উপসর্গ **উ:** ক

১৯৯. দেশ-কাল ও পরিবেশভেদে কিসের পার্থক্য ঘটে?
ক. ধ্বনির খ. ভাষার
গ. অর্থের ঘ. শব্দের **উ:** খ

২০০. বিভিন্ন অঞ্চলের মুখের ভাষাকে কি বলে?
ক. চলিত ভাষা খ. সাধু ভাষা
গ. উপভাষা ঘ. মিশ্র ভাষা **উ:** গ

২০১. বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত উপভাষার নাম কী?
ক. পশ্চিমা খ. পূর্বি
গ. বরেন্দ্রি ঘ. রাঢ়ি **উ:** গ

২০২. 'Syntax' এর সমার্থক বাংলা প্রতিশব্দ হল?
ক. ধ্বনিতত্ত্ব খ. শব্দতত্ত্ব
গ. বাক্যতত্ত্ব ঘ. অর্থতত্ত্ব **উ:** গ

২০৩. কোনটি ঠিক?
ক. ব্যাকরণ ভাষার অনুগামী
খ. ভাষা ব্যাকরণের অনুগামী
গ. ব্যাকরণ শিক্ষার অনুগামী
ঘ. ব্যাকরণ শব্দযন্ত্রের অনুগামী **উ:** ক

২০৪. কোনটি প্রাচীন বাংলা ব্যাকরণ?
ক. আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ
খ. A Grammer of the Bengali Language
গ. সরল ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ
ঘ. ব্যাকরণ মঞ্জরী **উ:** খ

২০৫. প্রথম কোন বাঙালি বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করেন?
ক. রাজা রামমোহন রায়
খ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ঘ. ড. এনামুল হক **উ:** ক

২০৬. বাক্যতত্ত্বের অপর নাম কী?
ক. ভাষা খ. প্রাদিপদিক
গ. পদক্রম ঘ. সাধিত শব্দ **উ:** গ

২০৭. ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বকে বাক্যে যথাযথভাবে ব্যবহার করার বিধানের নামই-
ক. রসতত্ত্ব খ. রূপতত্ত্ব
গ. বাক্যতত্ত্ব ঘ. ক্রিয়ার কাল **উ:** গ

২০৮. 'নাসিক্য' বর্ণ কোনগুলো?
ক. অ, ঋ, ব খ. ঙ, ঞ, ণ
গ. উ, ঊ, য় ঘ. শ, স, ষ **উ:** খ

২০৯. ঠোঁট ও নাকের ছিদ্রের সাহায্যে উচ্চারিত হয় কোন ধ্বনিটি?
ক. ম খ. ং
গ. চ ঘ. ফ **উ:** ক

২১০. বাংলা ব্যাকরণে পরাশ্রয়ী বর্ণযুক্ত শব্দ কোনগুলো?
ক. আম্র, বৃহৎ, মিঞা খ. আয়না, হরিণ, ঋণ
গ. রং, চাঁদ, দুঃখ ঘ. শিউলি, উচিত, বৃষ **উ:** গ

২১১. কোনটি কম্পনজাত ধ্বনি?
ক. ল খ. ব
গ. ঢ় ঘ. র **উ:** ঘ

২১২. পার্শ্বিক ব্যঞ্জনের উদাহরণ কোনটি?
ক. হ খ. শ
গ. র ঘ. ল **উ:** ঘ

২১৩. যে বর্ণ উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কাঁপে না, তাকে বলে-
ক. ঘোষ বর্ণ খ. অঘোষ বর্ণ
গ. অল্পপ্রাণ বর্ণ ঘ. মহাপ্রাণ বর্ণ **উ:** খ

২১৪. কোন প্রকার ধ্বনি উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীর প্রয়োজন হয়?
ক. মহাপ্রাণ ধ্বনি খ. ঘোষ ধ্বনি
গ. ওষ্ঠ্য ধ্বনি ঘ. অঘোষ ধ্বনি **উ:** খ

২১৫. কোনটি ঘোষ বর্ণ?
ক. চ খ. ছ
গ. জ ঘ. প **উ:** গ

২১৬. নিচের কোনটি অল্পপ্রাণ ধ্বনি?
ক. ভ খ. ঠ
গ. ফ ঘ. চ **উ:** ঘ

২১৭. মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনি কোনটি?
ক. ব খ. ট
গ. ঝ ঘ. খ **উ:** গ

২১৮. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ব্যঞ্জন ধ্বনির সংখ্যা কয়টি?
ক. ৩৯ খ. ৪১
গ. ৪২ ঘ. ৪৩ **উ:** ক

২১৯. বাংলা বর্ণমালাকে মোট কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ২ ভাগে খ. ৪ ভাগে
গ. ৩ ভাগে ঘ. ৫ ভাগে **উ:** ক

২২০. যেটিতে বাংলা বর্ণের যথাযথ ক্রম অনুসৃত হয়নি-
ক. ঈ উ ঊ ঋ খ. র ল ব ষ
গ. ফ ব ভ ম ঘ. ঙ চ ছ জ **উ:** খ

২২১. বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের মাত্রাহীন বর্ণ কয়টি?
ক. ৬টি খ. ৭টি
গ. ৯টি ঘ. ১০টি **উ: ক**

২২২. বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি?
ক. ৭টি খ. ৯টি
গ. ১০টি ঘ. ৮টি **উ: ঘ**

২২৩. অর্ধমাত্রার স্বরবর্ণ কয়টি?
ক. ১০টি খ. ৮টি
গ. ৬টি ঘ. ১টি **উ: ঘ**

২২৪. কোন বর্ণগুলোতে মাত্রা হবে না?
ক. ক ও খ খ. খ এবং ল
গ. ট এবং ঠ ঘ. এ এবং ঐ **উ: ঘ**

২২৫. স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কি বলা হয়?
ক. ফলা খ. ধ্বনি
গ. কার ঘ. স্বর **উ: গ**

২২৬. ব্যঞ্জন বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কি বলা হয়?
ক. ফল খ. ফলা
গ. ফলাই ঘ. অক্ষর **উ: খ**

২২৭. ফলা যুক্ত শব্দ কোনটি?
ক. পল্লব খ. শক্ত
গ. লিপ্সা ঘ. কর্জ **উ: ক**

২২৮. 'ক্ষ' এর বিশ্লিষ্ট রূপ-
ক. ক + ষ খ. ক + খ + গ
গ. ক + ষ + ম ঘ. হ্ + ম **উ: ঘ**

২২৯. নিচের কোনটি একটি যুক্তাক্ষর?
ক. ঐ খ. ই
গ. ঔ ঘ. ষ্ণ **উ: ঘ**

২৩০. 'উষ্ণ' শব্দের 'ষ্ণ' যুক্তাক্ষরের বিশিষ্ট রূপ-
ক. ষ্ + ঞ খ. ষ্ + ম
গ. ষ্ + ণ ঘ. ষ্ + ন **উ: গ**

২৩১. যথাক্রমে ষ্ণ এবং হ্ন -এর বিশিষ্ট রূপ দেখান।
ক. ষ + ঞ, হ্ + ণ খ. ষ + ন, হ্ + ণ
গ. ষ্ + ণ, হ্ + ন ঘ. ষ + ন, হ + ন **উ: গ**

২৩২. 'পূর্বাহ্ণ' বানানটিতে ব্যবহৃত হয়েছে-
ক. হ্ + ন খ. হ্ + ণ
গ. হ্ + ঞ ঘ. হ্ + ম **উ: খ**

২৩৩. বাংলা বর্ণমালায় কয়টি অসংযুক্ত বর্ণ আছে?
ক. ৪৭টি খ. ৪৮টি
গ. ৪৯টি ঘ. ৫০টি **উ: ঘ**

২৩৪. 'তীক্ষ্ণ' শব্দের যুক্তব্যঞ্জনের সঠিক বিশ্লেষণ কোনটি?
ক. ক + ষ্ + ণ খ. ক্ + ষ + ন
গ. ক্ + ষ্ + ম ঘ. ক্ + হ্ + ণ **উ: খ**

২৩৫. হ্ন, হ্ম, হ্ণ এর বিশিষ্ট রূপ-
ক. হ + উ, র + হ, হ + ন
খ. হ্ + ঋ, র্ + উ, ঞ + ছ
গ. হ + ঋ, র + ঋ, ণ + ছ
ঘ. হ + উ, র + উ, ঞ + ছ **উ: খ**

২৩৬. 'দ্ধ' যুক্ত বর্নটি কীভাবে গঠিত হয়েছে?
ক. ধ্ + ব খ. ব্ + দ
গ. দ্ + ধ ঘ. ব্ + ধ **উ: ঘ**

২৩৭. 'থ' সংযুক্ত বর্ণটিতে কোন কোন বর্ণ রয়েছে?
ক. ল + ত খ. ল + থ
গ. ত + থ ঘ. থ + ত **উ: গ**

২৩৮. 'ষ্ট' যুক্তবর্ণের কী কী যুক্তবর্ণ আছে?
ক. ষ + থ খ. হ + থ
গ. স + থ ঘ. স + ত **উ: গ**

২৩৯. নিম্নের কোনটি অপিনিহিতির উদাহরণ?
ক. প্রেক > পেরেক খ. সাধু > সাউধ
গ. শিকা > শিকে ঘ. স্কুল > ইস্কুল **উ: খ**

২৪০. আশু > আউশ- এটি ধ্বনি পরিবর্তনের কোন নিয়মের উদাহরণ?
ক. অপিনিহিতি খ. সমীভবন
গ. বিপ্রকর্ষ ঘ. বর্ণ বিপর্যয় **উ: ক**

২৪১. মিঠা > মিঠে এরূপ পরিবর্তনকে কী বলা হয়?
ক. স্বরসঙ্গতি খ. স্বরভক্তি
গ. ধ্বনি বিপর্যয় ঘ. স্বরলোপ **উ: ক**

২৪২. মধ্যগত স্বরসঙ্গতির উদাহরণ কোনটি?
ক. জিলিপি খ. মুজো
গ. মেলামেশা ঘ. তুলো **উ: ক**

২৪৩. উদ্ধার > উদার > ধার এটি কী ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?
ক. অপিনিহিতি খ. সম্প্রকর্ষ
গ. স্বরসঙ্গতি ঘ. অন্তর্হতি **উ: খ**

২৪৪. শব্দের মধ্যে দুইটি ব্যঞ্জনের পরস্পর স্থান পরিবর্তন ঘটলে (যেমন: রিক্সা > রিস্কা), তাকে বলে-
ক. শব্দ বিপর্যয় খ. ধ্বনি বিপর্যয়
গ. বর্ণ বিপর্যয় ঘ. আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট **উ: খ**

২৪৫. ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ কোনটি?
ক. আজি → আইজ খ. পিশাচ → পিচাশ
গ. পাকা → পাক্কা ঘ. স্কুল → ইস্কুল **উ: খ**

২৪৬. নিচের কোনটি সমীভবন উদাহরণ?
ক. পদ্ম > পদ্দ খ. বিলাতি > বিলিতি
গ. আজি > আইজ ঘ. শুনিয়া > শুনে উ: ক

২৪৭. 'গল্প > গপ্প' কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তণ?
ক. স্বরসঙ্গতি খ. বিষমীভবন
গ. অসমীকরণ ঘ. সমীভবন **উ: ঘ**

২৪৮. তৎ + হিত > তদ্ধিত কোন ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া?
ক. সম্প্রকর্ষ খ. বিষমীভবন
গ. স্বরসঙ্গতি ঘ. সমীভবন **উ: ঘ**

২৪৯. পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে কী বলে?
ক. পরাগত খ. অন্যোন্য
গ. স্বরলোপ ঘ. প্রগত **উ: ঘ**

২৫০. বড় > বড্ড- এটি কোন ধরনের পরিবর্তন?
ক. বিষমীভবন খ. সমীভবন
গ. ব্যঞ্জনদ্বিত্ব ঘ. ব্যঞ্জন-বিকৃতি **উ: গ**

Home Work

১. **নিচের কোনটি বিষমীভবনের উদাহরণ?** [Janata Bank Ltd., Officer (Cash)-2022; Probashi Kallayan Bank Ltd, OC-2021]
(ক) লাফ > ফাল (খ) প্রীতি > পিরীতি
(গ) দেশি > দিশি (ঘ) লাল > নাল **উ:** d

২. **'ব্রাহ্মণ' শব্দের 'হ্ম' এর বিশ্লেষিত রূপ–** [Sonali Bank Ltd., ADA-2022]
(ক) হ্ + ম (খ) ক্ + খ
(গ) ক্ + ষ + ম (ঘ) ক্ + ষ + ণ **উ:** a

৩. **স্বরসঙ্গতির উদাহারণ কোনটি?** [Sonali & Janata Bank, Officer IT-2022]
(ক) হইবে > হবে (খ) রাত্রি > রাইত
(গ) দেশি > দিশি (ঘ) হস্ত্র > হস্ত **উ:** c

৪. **বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন কে?** [Combined 5 Banks (Officer)- 2021]
a) অক্ষয় দত্ত b) মার্শম্যান
c) ব্রাসি হ্যালহেড d) রাজা রামমোহন **উ:** d

৫. **'বড় দাদা > বড় দা' কী দরনের ধ্বনি পরিবর্তন?** [Uttara Bank Ltd. PO-2021]
(ক) অন্তহতি (খ) ব্যঞ্জন বিকৃতি
(গ) বিষমীভবন **(ঘ)** ব্যঞ্জনচ্যুতি **উ:** d

৬. **মধ্যগত স্বরসঙ্গতির উদাহরণ কোনটি?** [Uttara Bank Ltd, PO-21]
(ক) জিলিপি (খ) মুজো
(গ) মেলামেশা (ঘ) তুলো **উ:** a

৭. **নিচের কোনগুলো পরাশ্রয়ী বর্ণ?** [Bangladesh Bank, AD-2021]
(ক) ঙ, ঞ **(খ)** ং, ঃ
(গ) শ, ষ (ঘ) র, ঢ় **উ:** b

৮. **ব্রহ্মপুত্র শব্দে 'হ্ম' যুক্তবর্ণেও কোন কোন বর্ণ রয়েছে?** [Bangladesh Bank, AD-2021]
(ক) ক, ষ (খ) ম, হ
(গ) হ্, ম (ঘ) ম, ম **উ:** c
Note: 'হ্ম' যুক্তবর্ণ হলো 'হ্ + ম'। আর 'ক্ষ' যুক্তবর্ণ হলো 'ক্ + ষ'।

৯. **'ক' বর্গের ধ্বনিসমূহের উচ্চারণ স্থান কোনটি?** [Bangladesh Bank, AD-2021]
(ক) জিহবামূল (খ) কণ্ঠ
(গ) পশ্চাৎ দন্তমূল (ঘ) অগ্রদন্তমূল **উ:** b

১০. **ক্রিয়ামূল, ক্রিয়ারকাল ও পুরুষ ইত্যাদি ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?** [Janata Bank Ltd. AE (Teller)-2019]
a) ধ্বনিতত্ত্ব b) বাক্যতত্ত্ব
c) পদক্রম d) রূপতত্ত্ব **উ:** d

১১. **'ধাতুরূপ' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?** [Janata Bank Ltd. AEO-2019]
a) রূপতত্ত্বে b) ধ্বনিতত্ত্বে
c) বাক্যতত্ত্বে d) ছন্দতত্ত্বে **উ:** a

১২. **বর্গের কোন বর্ণসমূহের ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি?** [Combined 5 Banks (Officer)- 2021]
a) তৃতীয় বর্ণ b) দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ
c) প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ d) দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ **উ:** b

১৩. **'বন্ধন' শব্দের সঠিক অক্ষর বিন্যাস কোনটি?** [Probashi Kallayan Bank (Senior Officer)- 2021]
a) ব + ন্ + ধ + ন্ b) বন্ + ধন্
c) ন + ন্ধ + ন d) বান্ + ধন্ **উ:** b

১৪. **মানবদেহের যে প্রত্যঙ্গ ঘোষতা নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে–** [Combined 7 Banks & 1 Financial Institutions (Senior Officer)- 2021]
a) জিভ b) স্বরতন্ত্রী
c) কণ্ঠনালি d) মুখবিবর **উ:** b

১৫. **'নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল' শব্দে মোট অক্ষরের সংখ্যা–** [Combined 7 Banks & 1 Financial Institutions (Senior Officer)- 2021]
a) ৬টি b) ৭টি
c) ৮টি d) ৯টি **উ:** b

১৬. **বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ কয়টি?** [Probashi Kallayan Bank (Senior Officer)- 2021]
a) ১৩টি b) ১০টি
c) ১২টি d) ১১টি **উ:** d

১৭. **'ব্যঞ্জনা' শব্দের 'ন' ধ্বনির স্বাভাবিক উচ্চারণস্থান পাল্টে হয়–** [Probashi Kallyan Bank Officer (General)- 2021]
a) দন্তমূলীয় b) প্রতিবেষ্টিত
c) তালব্য d) জিহ্বামূলীয় **উ:** b

১৮. **কোনটি ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি?** [Combined 6 Banks (Assistant Programmer)- 2021]
a) চ b) ঝ
c) ড d) থ **উ:** b

১৯. **বাংলা ভাষায় কতগুলো অর্ধ-স্বরধ্বনি রয়েছে?** [Joint Recruitment for 3 Banks Assistant Engineer (IT)- 2020]
a) ১টি b) ২টি
c) ৩টি d) ৪টি **উ:** d

২০. **বাংলা স্বরবর্ণে স্বরধ্বনি মূল কয়টি?** [Sonali & Janata Bank Officer (IT)- 2020]
a) দুটি b) চারটি
c) পাঁচটি d) সাতটি **উ:** d

২১. **নিচের যে গুচ্ছে একটিও ঘর্ষণজাত ধ্বনি নেই-** [Bangladesh Bank Officer General-2019]
a) চ, ব, হ b) ল, স, ছ
c) র, শ, জ d) ফ, ড়, চ **Ans:** d

২২. **লোকজ শব্দ 'দইয়াল' এর প্রমিত রূপ হলো-** [Rupali Bank Ltd. Officer-2019]
a) দেওয়াল b) দয়াল
c) দোয়েল d) দইওয়ালা **উ:** c

২৩. **'উষ্ণ' শব্দের যুক্তাক্ষরটি কোন কোন বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত?** [Sonali Bank Officer FF-2019]
a) ষ + ণ b) ষ + ন
c) ষ + ঞ d) ষ + ঙ **উ: a**

২৪. **'বিজ্ঞান' শব্দের 'জ্ঞ' কোন বর্ণদ্বয়ের সমন্বয়ে ঘটেছে?** [Janata & Rupali Bank Ltd. Officer General-2019]
a) জ্ + ঞ b) ঞ + জ
c) জ + ণ d) ণ + জ **উ: a**

২৫. **'ক্ষ' এই যুক্ত বর্ণটি কোন বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত?** [Sonali Bank Ltd. Officer Cash-2019]
a) হ্ + ম b) ক্ + ষ্ + ম
c) ক্ + ষ d) খ + ম **উ: a**

২৬. **'আসমান' শব্দে 'স' এর উচ্চারণ হলো-** [Bangladesh Development Bank Ltd. Senior Officer-2017]
a) ওষ্ঠ্য b) দন্তমূলীয়
c) দন্ত্য d) দন্তৌষ্ঠ্য **উ: c**

২৭. **'হ' এর সঙ্গে 'ঋ-কার' যুক্ত হলে যে ধ্বনিটি মহাপ্রাণ হয়-**[Bangladesh Development Bank Ltd. Senior Officer-2017]
a) ঘ b) এ
c) ণ d) র **উ: d**

২৮. **বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা-** [Bangladesh House Building Finance Corporation Senior Officer -2017]
a) ৮টি b) ১১টি
c) ৭টি d) ৯টি **উ: c**

২৯. **দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তনকে বলে–** [Sonali Bank (Assistant Database Administrator)- 2020]
a) স্বরসঙ্গতি b) বিষমীভবন
c) ধ্বনি বিপর্যয় d) ব্যঞ্জন বিকৃতি **উ: c**

৩০. **স্বরসঙ্গতির উদাহরণ কোনটি?** [Sonali & Janata Bank Officer (IT)- 2020]
a) হইবে > হবে b) রাত্রি > রাইত
c) দেশি > দিশি d) হস্ত্র > হত্ত্ব **উ: c**

৩১. **দ্বিতীয়বার ব্যবহারের সময় ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন দ্বারা কোন শব্দটি গঠিত হয়েছে?** [Janata & Rupali Bank Ltd. Officer General-19]
a) ফিটফিট b) সরাসরি
c) ছটফট d) খটাখট **উ: c**

৩২. **'বিলাতি > বিলিতি' কিসের উদাহরণ?** [Janata & Rupali Bank Ltd. Officer General-2019]
a) মধ্য স্বরাগম b) অপিনিহিত
c) প্রগত d) মধ্যগত **উ: d**

৩৩. **কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা কিসের উদাহরণ?** [Janata Bank Ltd. AEO-2019]
a) ধ্বনি বিপর্যয় b) অভিশ্রুতি
c) ব্যঞ্জন চ্যুতি d) ব্যঞ্জন বিকৃতি **উ: d**

৩৪. **কোনটি স্বরভক্তির উদাহরণ?** [Janata Bank Ltd. AEO-2019]
a) বিলিতি b) পিরীতি
c) বসতি d) জানালা **উ: b**

৩৫. **'সত্য' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?** [Pubali Bank Ltd. JO-2019]
a) শোত্যত b) শত্য
c) সোততো d) শোত্তো **উ: d**

৩৬. **'মনীষা' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?** [Pubali Bank Ltd. TAJO Cash-2019]
a) মোনিশা b) মোনিষা
c) মোনীশা d) মনিসা **উ: a**

৩৭. **সাধুভাষা থেকে চলিত বাংলায় লিখতে কোন পদযুগলের পরিবর্তন ঘটে?** [Probashi Kallyan Bank Ltd. EO Cash-2019]
a) বিশেষ্য ও বিশেষণ b) বিশেষণ ও ক্রিয়া
c) বিশেষ্য ও সর্বনাম d) সর্বনাম ও ক্রিয়া **উ: d**

৩৮. **শব্দার্থ অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দ সমষ্টিকে ভাগ করা যায়?** [Probashi Kallyan Bank Ltd. EO Cash-2019]
a) দুই ভাগে b) তিন ভাগে
c) চার ভাগে d) পাঁচ ভাগে **উ: b**

৩৯. **একই গদ্য রচনায় সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণকে কী বলে?** [Pubali Bank Ltd. JO-2019]
a) গুরুচণ্ডালী দোষ b) বাহুল্য দোষ
c) দ্বিত্বজনিত ভুল d) বাচ্যজনিত দোষ **উ: a**

৪০. **সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য সূচিত হয়–** [ABL-SO–2017]
a) বিশেষ্য ও বিশেষণে b) সন্ধি ও উপসর্গে
c) প্রকৃতি ও প্রত্যয়ে d) ক্রিয়াপদ ও সর্বনামে **উ: d**

৪১. **ভাষার মূল উপাদান হচ্ছে–** [BD-AD–2015]
a) বর্ণ b) শব্দ
c) ধ্বনি d) বাক্য **উ: c**

৪২. **বাংলা ভাষার সাধুরীতির বৈশিষ্ট্য কোনটি?** [Bangladesh Bank Officer General Side–2015]
a) বিশেষ্য ও সর্বনাম এক বিশেষ গঠন পদ্ধতি মেনে চলে
b) সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এক বিশেষ গঠন পদ্ধতি মেনে চলে
c) বিশেষ্য ও বিশেষণ এক বিশেষ গঠন পদ্ধতি মেনে চলে
d) সর্বনাম ও বিশেষণ এক বিশেষ গঠন পদ্ধতি মেনে চলে **উ: b**

৪৩. **কোন ভাষায় সাহিত্যের গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য প্রকাশ পায়?** [Bangladesh Bank Officer-General Side–2015]
a) সাধু ভাষায় b) কথ্য ভাষায়
c) আঞ্চলিক ভাষায় d) চলতি ভাষায় **উ: a**

৪৪. **নিচের কোনটি তাড়নজাত ধ্বনি?** [JBL-AEO-RC–2017]
a) ড় b) র
c) ষ d) ধ **উ: a**

৪৫. **বাংলা একাডেমির অভিধান অনুযায়ী নিচের কোন বর্ণনাক্রমটি সঠিক?** [ABL-SO–2017]
a) গাওয়া, গাঙ্গ, গাং, গাঁ b) গাং, গাওয়া, গাঁ, গাঙ্গ
c) গাং, গাঁ, গাঙ্গ, গাওয়া d) গাং, গা, গাওয়া, গ্যাঙ্গ **উ: a**

৪৬. **অভিধানে 'ক্ষ' বর্ণ কোথায় থাকে?** [Pubali Bank Ltd–2017]
a) খ-বর্ণের সঙ্গে b) হ-বর্ণের সঙ্গে
c) ষ-বর্ণের সঙ্গে d) ক-বর্ণের সঙ্গে **উ: d**

৪৭. **বাংলা ভাষায় কতটি পরাশ্রয়ী ধ্বনি রয়েছে?** [BKB-CO–2015]
a) ২টি b) ৩টি
c) ৪টি d) ৫টি **উ: b**

৪৮. **অভিধানে কোন শব্দটি আগে বসবে?** [BD-Officer–2015]
a) চাঁদা b) চানা
c) চালা d) চাঁটি **উ: b**

৪৯. **একই স্বরের পুনরাবৃত্তি না করে মাঝখানে স্বরধ্বনি যুক্ত হওয়াকে কি বলে?** [BKB-SO–2015]
a) পরাগত b) সম্প্রকর্ষ
c) স্বরসঙ্গতি d) অসমীকরণ **উ: d**

৫০. **'ফাল্গুন > ফাগুন'-এর উদাহরণ।** [BKB-Officer–2017]
a) ব্যঞ্জন বিকৃতি b) ব্যঞ্জন চ্যুতি
c) অন্তর্হতি d) অভিশ্রুতি **উ: c**

৫১. **পর্তুগিজ 'আনানস' বাংলায় 'আনারস'– এটি কি ধরনের পরিবর্তন?** [Probasyt Kalyan Bank SO–2014]
a) সাদৃশ্য b) বৈসাদৃশ্য
c) অর্থগত d) ধ্বনিতাত্ত্বিক **উ: a**

৫২. **দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত বা মধ্যবর্তী কোন স্বরধ্বনি লোপ পেলে তাকে কি বলে?** [AB Bank Assistant Officer–2014]
a) সমীভবন b) সম্প্রকর্ষ
c) স্বরাগম d) স্বরসঙ্গতি **উ: b**

1. **ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কয়টা শাখা?**
a) একটি b) দুইটি
c) তিনটি d) চারটি

2. **নিচের যে শব্দটি আঞ্চলিকতা প্রভাবিত নয়–**
a) কাটারি b) খপর
c) মেয়া d) এর্কি

3. **বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেননি–**
a) জন বিম্‌স b) ডানকান ফোর্বস
c) জর্জ গ্রিয়ারসন d) জেমস কিথ

4. **'বচন ও লিঙ্গ' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?**
a) অর্থতত্ত্ব b) ধ্বনিতত্ত্ব
c) বাক্যতত্ত্ব d) রূপতত্ত্ব

5. **'ব্যঞ্জনা' শব্দের 'ন' ধ্বনির স্বাভাবিক উচ্চারণস্থান পাল্টে হয়–**
a) দন্তমূলীয় b) প্রতিবেষ্টিত
c) তালব্য d) জিহ্বামূলীয়

6. **বাংলা স্বরধ্বনিতে কয়টি হ্রস্ব স্বর আছে?**
a) ৫টি b) ৪টি
c) ৭টি d) ৬টি

7. **তালব্য বর্ণ কোন গুলো?**
a) এ, ঐ b) ই, ঈ
c) উ, ঊ d) ও, ঔ

8. **দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তনকে বলে–**
a) স্বরসঙ্গতি b) বিষমীভবন
c) ধ্বনি বিপর্যয় d) ব্যঞ্জন বিকৃতি

9. **গ্রাম > গেরাম- এখানে কোনটি ঘটেছে?**
a) ব্যঞ্জন বিকৃতি b) পরাগম
c) স্বরাগম d) অসমীকরণ

10. **'বিহ্বলতা'র প্রমিত উচ্চারণ হলো-**
a) বিহভলতা b) বিউভলতা
c) বিওভলোতা d) বিওভোলতা

Answer Sheet

1	B	2	A	3	C	4	D	5	B	6	B	7	B	8	C	9	C	10	B